যাদুকরের মৃত্যু

হুমায়ূন আজাদ

BanglaBook.org

গত দু' দশকেরও বেশি সময়ে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন পাঁচটি বিস্ময়কর গল্প 'অনবরত তুষারপাত', 'মহান শয়তান', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'জঙ্গল অথবা লাখ লাখ ছুরিকা', এবং 'আমার কুকুরগুলো'। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সে- গল্পগুলো। হুমায়ুন আজাদ স্থূল বাস্তবতা বা দুস্থ সুখদুঃখের গল্প বলেন নি; তিনি চেয়েছেন শিল্প সৃষ্টি করতে। তাঁর গল্প প্রতীকী, রূপক আর চিত্রকল্পখচিত, জীবনের গদ্য ও কবিতায় মিশ্রিত, যা এখানে আগে আর হয় নি। যেমন, 'যাদুকরের মৃত্যু' -এক অসামান্য গল্প, যাতে পাওয়া যাবে দুর্গত বাঙলাদেশকে, কিন্তু এ-গল্প ক্ষোভের নয়, বিদ্রোহের নয়, এ-গল্প জীবনের থেকে যা মহৎ , সে শিল্পকলার। হুমায়ুন আজাদের গল্পের পেছনে রয়েছে বাস্তব, কিন্তু তিনি তাকে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছেন বাস্তবের থেকে মূল্যবান শিল্পকলায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী, সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, কিশোরসাহিত্যিক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ ; ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি। ২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাঙলা একাডেমীর বইমেলা থেকে ফেরার সময় চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে মৌলবাদীরা তাঁকে গুরুতররূপে আহত করে, কয়েক দিন মৃত্যুর মধ্যে বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে সারা বাঙলাদেশ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটে নি। ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর আমন্ত্রণে কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী যান। এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখস্থ ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তাঁর প্রকাশিত বই ৬০-র অধিক। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে–কবিতা: ১৯৭৩ *অলৌকিক ইস্টিমার* ১৯৮০ *জুলো চিতাবাঘ* ১৯৮৫ *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* ১৯৮৭ *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই উপরে যাই নীল* ১৯৯০ *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* ১৯৯৩ *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* ১৯৯৪ *আধুনিক বাঙলা কবিতা* ১৯৯৮ *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* ১৯৯৮ *কাব্যসংগ্রহ* ২০০৪ *পেরোনোর কিছু নেই* কথাসাহিত্য : ১৯৯৪ *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল* ১৯৯৫ *সব কিছু ভেঙে পড়ে* ১৯৯৬ *মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ* ১৯৯৬ *যাদুকরের মৃত্যু* ১৯৯৭ *শুভ্রব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার* ১৯৯৮ *রাজনীতিবিদগণ* ১৯৯৯ *কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ* ২০০০ *নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু* ২০০১ *ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ* ২০০১ *উপন্যাসসংগ্রহ-১* ২০০২ *শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা* ২০০২ *উপন্যাসসমগ্র-২* ২০০৩ *১০,০০০ এবং আরো ১টি ধর্ষণ* ২০০৪ *একটি খুনের স্বপ্ন* ২০০৪ *পাক সার জমিন সাদ বাদ;* প্রবন্ধ/সমালোচনা : ১৯৯৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা* ১৯৯৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা* ১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* ১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* ১৯৯২ *নারী (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫);* ১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে* ১৯৯২ *আমার অবিশ্বাস* ১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* ১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ* ২০০০ *মহাবিশ্ব* ২০০১ *দ্বিতীয় লিঙ্গ (মূল সিমোন দ্য বোভোয়ার)* ২০০৩ *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম* ২০০৪ *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* ২০০৫ *আমার নতুন জন্ম* ২০০৬ *আমাদের বইমেলা* ভাষাবিজ্ঞান ১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali* ১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* ১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব* ১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড)* ১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)* ১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* ১৯৯৯ *অর্থবিজ্ঞান;* কিশোর সাহিত্য : ১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* ১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* ১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* ১৯৮৯ *আব্বুকে মনে পড়ে* ১৯৯৩ *বুকপকেটে জোনাকিপোকা* ১৯৯৬ *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* ২০০৩ *অন্ধকারে গন্ধরাজ* ২০০৪ *Our Beautiful Bangladesh* অন্যান্য ১৯৯২ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* ১৯৯৪ *সাক্ষাৎকার* ১৯৯৫ *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* ১৯৯৭ *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* ১৯৯৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা।* ২০০৩-এ তাঁর ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না ও আব্বুকে মনে পড়ে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

www.BanglaBook.org

হুমায়ুন আজাদ

যাদুকরের মৃত্যু

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আগামী প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ : জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ : মে ১৯৯২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১১ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫
তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৫ · ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

Yadukarer Mrittu Death of the Magician
A Collection of Short Stories by Humayun Azad
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com

Fourth Print: June 2014
Price: Tk.100.00 only

ISBN 978 984 04 1663 9

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ
জোবেদা খাতুন
আমার মা

গল্পসমূহ

অনবরত তুষারপাত ৫

মহান শয়তান ১৯

যাদুকরের মৃত্যু ৩২

জঙ্গল, অথবা লাখ লাখ ছুরিকা ৪৪

আমার কুকুরগুলো ৫২

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অনবরত তুষারপাত

সচিত্রকরণ কাইয়ুম চৌধুরী

রেহমান ও হাসিনার বিয়ে হয়েছে গত পরশু, রোববার, ওদের পরিচয়ের বছরখানেক পর;—আজ ওরা, পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে, মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছে দেশের সবচেয়ে মধুভরা অঞ্চল মধুবাজারে, যেখানে গাছপালাআকাশ জলতরঙ্গের মতো বাজে, সমুদ্র দোলে বিশাল পারদপাত্রের মতো।

রেহমানের একটা লাল, প্রায়-ডানাঅলা গাড়ি আছে। হাসিনার স্বপ্নপরিকল্পনা ছিলো 'মধুচন্দ্রিমায় যাবো আমরা—মধুবাজারে—তুমি গাড়ি চালাবে, আমি বাঁ পাশে ব'সে থাকবো। আমাদের যাওয়া-যাওয়া-যাওয়া একটি লম্বা চুমোর মতো দীর্ঘতম মিলনের মতো অজস্র পুলকের মতো মনে হবে।' গাড়িতে সব কিছু গুছিয়ে নেয়া হয়েছে; বেশ কটা স্যুটকেস উঠেছে—ভেতরে সিল্কের নরম স্তূপ; পেছনের সিটে বিরাট স্থির সূর্যাস্তের মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে লাল গোলাপের তোড়া। রেহমান গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিংয়ের সাথে বুক লাগিয়ে বসেছে। হাসিনা এসে দরোজা খুললো, উঠে রেহমানের বাঁ পাশে বসলো; রেহমান গাড়ি স্টার্ট দিলো, আর অমনি ফাল্গুনের অষ্টম দিবসে, কৃষ্ণচূড়া-রাঙা মঙ্গলবারে, গাড়ির উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা তুষারঝড় ব'য়ে গেলো। বাইরে তখন চমৎকার আলো, রৌদ্র, উষ্ণতা, চিরকালীন ফাল্গুন; রাস্তার পুব পারের শাদা বাড়িটার মাথা ডিঙ্গিয়ে লাল মুখ দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। কিন্তু গাড়ির ভেতরে ধীরে ধীরে, কোন বিশ্বলোক থেকে যেনো, একটা ঠাণ্ডা কঠিন ধারালো প্রবাহ ব'য়ে যেতে লাগলো। গাড়ি ঢাকা শহর, শাদা বাড়ি, কৃষ্ণচূড়ার লাল মুখ ছেড়ে দশ মাইল এগিয়ে গেছে এর মধ্যে। ওরা যেখানে যাবে, সে-মধুবাজার ঢাকা থেকে তিনশো মাইল দূর; কিন্তু এদিকে ক্রমশ বেড়ে চলছে তুষারঝড়।

উভয়ের শরীরে, মসৃণ সিল্ক ও সিল্কের থেকে মসৃণ ত্বক ভেদ ক'রে, শীত ও বরফকুচি ঢুকতে লাগলো।

'আমার শীত লাগছে, ভীষণ', বললো হাসিনা, 'বাইরে কি তুষারঝড় বইছে?'

রেহমান, নিজ মাংসের ভেতরে জমাট তুষার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বললো, 'আমারও শীত লাগছে, খুব শীত লাগছে। বাইরে তো বেশ রোদ, চিলের ছায়াটিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; তুষার বইছে সম্ভবত গাড়িতেই।'

'গাড়িতে তুষার!' চমকে উঠলো হাসিনা; একরাশ তুষারকুচি ঝ'রে পড়লো তার চুল আর ঠোঁট থেকে।

তবু তার মনে হলো হয়তো কোনো অচিন্ত্য কারণে লাল গাড়িটির ভেতরে হিমালয়ের মতো বা হিমালয়ের থেকে আরো বড়ো, একশো দুশো তিনশো হিমালয়ের সমান একটা পর্বত মাথা তুলছে, এবং তার শাদা ধবধবে শরীর থেকে বাতাসের ছাপে তুষারঝড় ছুটে আসছে তাদের দিকে।

BanglaBook.org

হাসিনা গাড়ির পেছনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো; দেখলো কোথাও কোনো পাহাড়পর্বত নেই, তুষার নেই, গাড়ির কাচ পেরিয়ে দূরে শুধু একটা লাল রঙ-পরা গাছ জ্বলছে। একটু স্বস্তি লাগলো তার; মনে তাপের মতো ঢুকলো তার একদা-প্রিয় একটা বোধ : 'আমার শরীরে মধু, রেহমান এক আশ্চর্য মৌমাছি, বস্তু থেকে সে কেবল মধু আহরণ করে। মধু উঠে আসে বস্তুর অভ্যন্তর থেকে তার মধু-অন্বেষী দংশনে।'

ঠিক সে-মুহূর্তে রেহমান সুদূর মজ্জায় তুষার-কামড় বোধ করলো।

'আমার যা শীত লাগছে, তাতে মধুবাজারে পৌঁছোতে পারবো তো?' রেহমান জিজ্ঞেস করলো।

হাসিনা রেহমানের দিকে তাকালো; হাত বাড়িয়ে তার শার্ট স্পর্শ করলো, হাত ছুঁলো, ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো অনেকক্ষণ।

'তোমার শার্ট, হাত, ঠোঁট, দাঁত সবই তো গরম, তবু কেনো ঠাণ্ডা লাগছে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো হাসিনা।

রেহমান তার বাঁ হাতের তর্জনীটি হাসিনার ঠোঁটে ঘষলো; ব্লাউজের ভেতর দিয়ে শীতার্ত সাপের মতো হাতটি ঢুকিয়ে স্তন স্পর্শ করলো, নাভি ছুঁয়ে দেখলো অনেকক্ষণ। হাসিনার শরীরের সর্বত্র গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণতা।

'তুমিও তো উষ্ণ, তবু কেনো শীত লাগছে তোমার, হাসিনা?' জিজ্ঞেস করলো রেহমান।

এখন ওরা ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে; গাড়ি চলছে ঝকঝকে একটা রাস্তা দিয়ে; রাস্তার ডান দিকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে; ছোটো ছোটো ঢেউয়ের টুপিতে, শাদা লাল হলদে পালের ফোলা বুকে, উদ্দাম তরুণীর মতো শাঁ শাঁ ক'রে পানি-কেটে-যাওয়া একটা লঞ্চের পাছায় রোদ ঝলকাচ্ছে। দিকে দিকে রোদ; কিন্তু গাড়ির ভেতরে তুষারপাত, তুষারঝড় বেড়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। হাসিনা পেছনে তাকিয়ে দেখলো গাড়ির পেছনে সাজিয়ে রাখা রক্তলাল গোলাপগুচ্ছের একটির শরীরে বিন্দু বিন্দু তুষার জমছে। পেছনের সিটের ডান দিকে কাচ পেরিয়ে এসে এক টুকরো স্বচ্ছ রৌদ্র একটা আঁকাবাঁকা মানচিত্রের মতো প'ড়ে ছিলো। হাসিনা দেখলো রোদের বর্ডারের ওপর বিন্দু বিন্দু তুষার জ'মে উঠছে, রোদ্র-টুকরো ঘেরাও হয়ে গেছে তুষার-বর্ডারে। অবাক আর ভীত হলো হাসিনা। এতোক্ষণ যে-তুষার সে শুধু বোধ করছে অদৃশ্যভাবে, তা এখন দৃশ্যমান

BanglaBook.org

হয়ে উঠেছে। শাদা তুষার ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে ফুলগুলোকে। রেহমানের গা ছুঁয়ে সে ডাকলো, এবং দেখালো গাড়ির পেছনের গোলাপগুচ্ছের গায়ে তুষার দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। হাসিনা আরো শীতল হলো;—একটু আগে সে একটি গোলাপের অর্ধাংশের পাপড়িতে শাদা ঠাণ্ডা ভয়াবহ হিংস্র তুষার দেখেছে; কিন্তু এখন তুষার গোলাপটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে; ফুলটি একটি লাল বরফ-বলে পরিণত হয়েছে। অন্য একটি গোলাপেরও অভ্যন্তরে এবং পাপড়িতে জমাট বেঁধে উঠছে সাংঘাতিক তুষার।

রেহমান গভীর তুষারলোক থেকে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আমি কি তোমাকে ভালোবাসি, হাসিনা?'

হাসিনা তার প্রতিধ্বনি করলো, 'আমি কি তোমাকে ভালোবাসি, রেহমান?'

কনকনে বাতাস বইছে গাড়ির ভেতরে, গুঁড়োগুঁড়ো তুষার ছড়িয়ে পড়ছে গাড়ির সর্বত্র। হাসিনা দেখলো বুটের ওপর তুষার পড়ছে, রেহমান দেখলো বনেটে তুষারস্তর গ'ড়ে উঠছে। ভূগোলে পড়া পাহাড়ের কথা মনে পড়লো রেহমানের; পাহাড়ের গঠনপ্রণালির কথা যা সে কোনোদিন মুখস্থ করতে পারে নি পরীক্ষার প্রয়োজনে, আজ তার নির্ভুল মনে পড়লো। একটা পাহাড় নাকি পর্বত, হয়তো হিমালয়ের সমান বা হিমালয়ের চেয়ে বড়ো তুষারমুকুট প'রে মাথা তুলছে ওপরের দিকে; হয়তো তার একটি উচ্চ চুড়ো আছে, কতো উঁচু? রাধানাথ শিকদার কি তা বলতে পারবেন? তার নাম কি এভারেস্ট না রেহমান না হাসিনা? রেহমান/হাসিনা নামী শিখরের থেকে একটু দূরে, অনেক নিচে, সম্ভবত দেখা যাচ্ছে গৌরীশংকর, বা কাং-ছেন-দজোং-গা, কাঞ্চনজংঘা। চমৎকার নাম সব তুষারপরা শিখরগুলোর। একটু দূরে ধবধবে আগুনের মতো শীতে জ্বলছে উপত্যকা, বিভীষিকা ছড়াচ্ছে অনাদি আদিম গিরিপথ, গ্লেসিয়ার পাহাড়ের কাঁধে, পদতলে, গতিতে, চিমনিতে, মুখে, মালভূমিতে, অরেনে জমেছে ভয়াবহ তুষারপুঞ্জ। রেহমানের মাংস- ও স্বপ্ন-কোষে একটা তীব্র ঠাণ্ডা কামড় লাগলো। হাসিনার মাংসের ভেতর সামান্য উষ্ণতার মতো কী যেনো এলো। খড়কুটোর তরল আগুনের উষ্ণভরা বাল্যস্মৃতি সম্ভবত, এ-অপরিসীম ঠাণ্ডায় হাসিনা তাকে পশমি বেড়ালের মতো আঁকড়ে ধরলো।

রেহমানকে, একটু তাপ দেবে ব'লে, ডেকে বললো, 'ছেলেবেলায় আমি একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম।'

BanglaBook.org

'আমিও ভালোবেসেছিলাম একটি মেয়েকে', রেহমান বললো।

ওরা একটু চুপ ক'রে রক্তজমানো ঠাণ্ডায় খড়কুটোর তাপ উপভোগ করলো; মনোরম লাগলো উভয়ের। কোথাও কি তুষার গললো ভেতরে? তাপভরা পানি কি গড়িয়ে গড়িয়ে চললো কোনো নালিতে?

রেহমান বললো, 'আমি যাকে ভালোবেসেছিলাম, তাকে আমি অন্যের সাথে ঘুমোতে দেখেছি।'

চমকালো হাসিনা, 'অন্যের সাথে!'

সে খুব দুঃখ পেলো; রেহমান এতো ভালো অথচ কী দুঃখী!

'আমার পাশের ঘরেই সে দিনের পর দিন অন্যের সাথে ঘুমিয়েছে', বললো রেহমান, 'আমি যেনো তাদের ঘুমোনোর শব্দ শুনতে পেতাম।'

হাসিনা বললো, 'আমি ঘুমিয়েছিলাম তার সাথে, আমি ভালোবেসে-ছিলাম যাকে।'

'তুমি খুব সুখী', রেহমান মৃদু হাসলো, 'সব সময়ই সুখী।'

রেহমান বাইরে তাকালো;—একটা চিল দু-ডানায় রোদ গেঁথে নিয়ে উড়ছে, ওর ডানা কোনো তুষারের সংবাদ জানে না; দূরে একটা লম্বা ইস্কুল ঘরের ঢেউটিনের চালের ওপর জিভ চালাচ্ছে ক্ষুধার্ত রৌদ্র, তার জিভের নিচে কোনো তুষার জমতে পারে না; অথচ গাড়ির ড্যাশবোর্ডে জ'মে উঠেছে তুষারকুচি। এক্সিলিরেটর পাদানিতে চাপ দিতেই খচখচ ক'রে ভেঙে পড়লো হাল্কা তুষারের চাই;—রেহমানের মনে হলো তার পায়ের পাতা, তার আঙুল, তুষারধুলো হয়ে ঝ'রে পড়ছে। স্পিডোমিটারের ওপর তুষারস্তর পড়েছে, বনেট শাদা হয়ে গেছে, স্টিয়ারিং হুইল পরিণত হয়েছে বরফচক্রে।

'যে-রাতে ওরা প্রথম ঘুমোতে গেলো', রেহমান বললো, 'সে-রাতে আমি ঘুমোতে পারি নি। ওরাও ঘুমোয় নি। ওদের ঘর থেকে সারারাত শব্দ আসছিলো, পৃথিবীর ভয়াবহতম শব্দ।'

বিষণ্ন চোখে রেহমানের দিকে তাকালো হাসিনা।

'আমি বারবার, সারারাত, অস্থির থুন ক'রেও ঘুমোতে পারি নি', বললো রেহমান।

হাসিনা পেছনের দিকে তাকালো, রেহমানের দিকে তাকালো, আবার পেছনের দিকে তাকালো। হাসিনা দেখলো সূর্যাস্তসদৃশ গোলাপগুচ্ছের

BanglaBook.org

চারটি গোলাপ তুষার-বলে পরিণত হয়েছে; পঞ্চম একটি গোলাপের ভেতর থেকে তুষারকণা উঠে এসে—সম্ভবত যেমনভাবে লাভা উঠে আসে ভেতর থেকে—ঘিরে ফেলছে গোলাপটিকে—ঢেকে যাচ্ছে ঝকঝকে পম্পেই, ছায়াসুনিবিড় গ্রাম, ঝলোমলো নদী, বাঁশপাতার মতো পথঘাট।

তুষারপাত ও প্রবাহ—দশলাখ ডানাঅলা ব্লিজার্ড—বাড়ছে ক্রমশ। গাড়িটি পরিণত হয়েছে উত্তর মেরুর কোনো এক খণ্ডাংশে, যেখানে প্রকৃতির সমস্ত আনন্দ প্রকাশ পায় তুষারঝড়ের রূপ ধ'রে। উড্ডীন পাখি বরফ হয়ে ঝপ ক'রে তুষারস্তূপের নিচে ঢোকে; শাদাভালুক ঢাকা পড়ে; মৃত্যু-শাদা তুষার-চাদরে নিঃসঙ্গ যাত্রী চিরস্থির হয়। তুষার কি জন্ম নেয়? তুষার কি রক্তের ভেতর থেকে জমাট বেঁধে উঠে আসতে পারে, যেমন আসে ক্ষুধা-কাম-স্বপ্ন-প্রতিহিংসা?

রেহমান বললো, 'আমার ভেতর কি যেনো একটা এইমাত্র বরফে পরিণত হলো।'

'কী সেটা', উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো হাসিনা, 'ওটা কি বুকের বাঁ দিকে?'

রেহমান আস্তে আস্তে বললো, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

হাসিনা বললো, 'আমার বাঁ স্তনটি কেমন বরফ হয়ে যাচ্ছে।'

হাসিনা তার স্তনটি খুলে ধরলো। রেহমান হাত দিয়ে দেখলো নরম কোমল উষ্ণ প্রায়-এক-বছর-ধ'রে-চেনা স্তনটি ঠাণ্ডা বরফপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এটিই তার প্রিয়তর ছিলো—ডানটির থেকে আকারে একটু বড়ো, নিচে একটা লাল তিল আছে, বোঁটাটাও কেমন বউ-বউ মা-মা ভাব ক'রে থাকে সব সময়; চাইলেই দুধ আর অমৃত ঢেলে দেবে এমন একটা আশ্বাস ওর বোঁটায়। খুব খারাপ লাগলো রেহমানের; টিপে দেখলো একটুও নড়ছে না; বেশি জোরে চাপ দিলে হয়তো চুরমার হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে তুষার জমে উঠছে গাড়ির পেছনে, পেছনের সিটে;—গুঁড়োগুঁড়ো, চাকচাক, গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে। গাড়ির ছাদটাকে আকাশের মতো মনে হচ্ছে, হিমালয়ের কোমরের মতো মনে হচ্ছে, যেখান থেকে নেমে আসছে তুষারঝড়, আভালাস, হিমবাহ। কোথা থেকে দুটি তুষারিত পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে গাড়ির সিটে পড়লো। মনে হলো পেছনের সিটে একটি অতি পরিচিত রাস্তা তুষারের তলে ঢাকা পড়ছে, ঢাকা পড়ছে আকাশ থেকে ছিটকে-পড়া নক্ষত্রের আলো, গাছ থেকে ঝরা সবুজ ধূসর পাতার কোলাহল, তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-কৃষক মোষের

BanglaBook.org

প্রাত্যহিক পদধ্বনি। কারা যেনো, হয়তোবা দশটা দুষ্টু কিশোরকিশোরী, সে-তুষারে মাতামাতি করছে; তুষার-বল ছুঁড়ে মারছে পরস্পরের দিকে, অথচ সেখানে কেউ নেই। একটা শ্বেত ভালুকের গোঙানি শোনা গেলো; একটা সারসের চিৎকার কানে এলো; দুজন আরোহী নিয়ে একটা গাড়ির তুষারগহ্বরে ঢুকে যাওয়ার কষ্ট কানে এলো—যদিও সেখানে কেউ নেই। গাড়ির পেছনের কাচটি তুষারদেয়াল হয়ে গেছে; তার ওপর অস্পষ্ট সুদূর করুণ স্মৃতির মতো বহির্জগত থেকে রৌদ্র এসে পড়ছে।

'আমাদের একটু উষ্ণতা দরকার, আমরা তুষারে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছি', রেহমান বললো।

হাসিনা রেহমানের পকেট থেকে লাইটার নিয়ে জ্বালানোর জন্যে চাপ দিতেই আগুনের বদলে আশ্চর্য সুন্দর এক টুকরো বরফ মাথা তুলে দাঁড়ালো। বরফের আগুনের ঠাণ্ডায় আর সৌন্দর্যে আরেকটুকু জ'মে গেলো হাসিনা।

'আমাদের জন্যে কোনো উষ্ণতা নেই', তুষারমাখা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হাসিনার ভেতর থেকে। তার দীর্ঘশ্বাস তুষার-ধুলো হয়ে চারপাশে উড়তে লাগলো।

'কিছুটা স্মৃতির আগুন তুলে আনো, হাসিনা', অনুরোধ জানালো রেহমান।

হাসিনার মাংসের ভেতর পুনরায় তার প্রিয় বোধটি এলো রেহমান এক মৌমাছি, সে বস্তু থেকে অনায়াসে মধু তুলে আনে; আমার শরীরের মধু।

'সে-রাতটি আমার মনে পড়ছে', আস্তে বললো হাসিনা।

রেহমান জানতে চাইলো, 'কোন রাত?'

'আমাদের সঙ্গমের প্রথম রাত', বললো হাসিনা, 'সঙ্গম আমার ভালো লাগে।'

দ্ব্যক্ষরিক তীব্র শব্দটি নিয়ে রেহমান ভাবলো—কোনোভাষায়ই এ-ব্যাপারটির সম্পর্কে কোনো যথার্থ শব্দ নেই। প্রচলিত সংস্কৃত ইংরেজি শব্দ নিবীর্য, বৃদ্ধ; চলতি ইংরেজি বাঙলা শব্দ ঘিনঘিনে। সর্বক্রিয়ায় সহায়ক বাঙলা 'কর্' ধাতু বিশেষ বিশেষ সময়ে ভয়ংকর অশ্লীল। কিন্তু হাসিনার গলায় এটি অদ্ভুত শোনায়; তবে তার গায়েও এখন তুষার লেগেছে।

BanglaBook.org

আরো একশো মাইল দূরে মধুবাজার; সেখানে সমুদ্র আছে, নিসর্গ আছে; তুষার নেই; চকচকে উপজাতীয় তরুণতরুণী আছে। রেহমান-হাসিনার প্রথম দেখা হয়েছিলো এক মিশ্রপার্টিতে;—ড্রামের শব্দে বাঁশির বর্বর কান্নায় নাচের তালে উড়ছিলো কাঁপছিলো বাজছিলো সন্ধ্যাটি। রেহমানের মনে হয়েছিলো হাসিনা একটি বিয়ার-পাত্র; এক চুমুকে সে তার সম্পূর্ণ বিয়ার পান করতে পারে। হাসিনা ত্রিনিদাদ থেকে আনা একটি ড্রাম; তাকে সে সারারাত বাজাতে পারে। হাসিনা একটা ছ-ছিদ্রের বাঁশের বাঁশি; গামছা প'রে সে তাকে সারাদিন সারারাত ধানক্ষেতের পাশে তালগাছের নিচে ব'সে বাজাতে পারে। রেহমানকে হাসিনার মনে হয়েছিলো একটা ঝকঝকে রেলইঞ্জিন : দু-পায়ের মতো ছড়ানো রেলের ওপর দিয়ে যে ঝেকেঝেকে ঘণ্টায় দুশো মাইল যেতে পারে। মনে হয়েছিলো রেহমান একটা মৌমাছি, বস্তু থেকে সে মধু সংগ্রহ করতে পারে দংশনেশোষণে। সে-রাত তারা ঘুমিয়েছিলো পরস্পরের ভেতরে, একে অন্যের মাংসের স্বপ্নের ক্ষুধার ভেতরে ঢুকে। গাড়ি এগিয়ে চলছে মধুবাজারের উদ্দেশ্যে, সেটিরও রক্তমাংসের ভেতরে যেনো তুষারপ্রবাহ বইছে। কিছুটা তাপ বোধ করছিলো হাসিনা; কিন্তু পরমুহূর্তে সে টের পেলো তার কানের পাশে তুষার জমছে টোকা দিয়ে সরিয়ে দিতেই, হাসিনা লক্ষ্য করলো, আরেকটুকু তুষার অল্প সময়ের মধ্যে জ'মে উঠলো। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো সূর্যাস্তলাল গোলাপগুচ্ছ তুষারস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোথা থেকে আসে এ-শাদা ধবধবে হিংস্র বিষাক্ত তুষার? সৌরলোকের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কি ঝ'রে পড়ে আস্তেআস্তে পাহাড়ের মস্তকে মানুষের হৃদপিণ্ডে পাখির পালকে পুষ্পের পাপড়িতে? পেছনের সিট তুষারে ভরাট হয়ে গেছে, তিল পরিমাণ জায়গা নেই। শাদা তুষার জ'মে আছে; তার ভেতরে জ'মে আছে গোলাপস্তবক, মরা পাখি; নিচে লুপ্ত হয়ে গেছে অজস্র চেনা রাস্তা, বাড়িঘর, পুকুর, ধানক্ষেত। গাড়িটা হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো। তেলের চোঙে তুষার জমেছে সম্ভবত, ব্রেক-পাদানির নিচে শক্ত হয়ে আছে মেরুদেশি বরফ। হাসিনা তার ব্লাউজটি খুলে ফেললো, রেহমানকে দেখালো যে তার ডান স্তনটিও ইতিমধ্যে তুষারিত হয়ে গেছে। চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হলো রেহমানের, কিন্তু টের পেলো তার গলনালিতে তুষার জমেছে;—বোবার মতো সে তাকালো হাসিনার ধবধবে স্তন দুটির দিকে; তাকিয়েই তার পাহাড়ের গঠনপ্রণালির কথা মনে পড়লো। চিৎকার করলেও ও-দুটি আর নরম হবে না, সুখ ঢালবে না,

BanglaBook.org

মুখের ভেতর ঢুকে পিছনে বেরিয়ে আসবে না। ওই তো পাহাড়—স্পষ্ট দেখতে পেলো রেহমান—চুড়ো দেখা যাচ্ছে, মালভূমি দেখা যাচ্ছে, কাঁধ, পদতল, গদি, গিরিপথ দেখা যাচ্ছে, যা যে-কোনো ভৌগোলিককে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তার রক্তে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। রেহমান টের পেলো তার পা দুটি জ'মে গেছে; চিমটি কেটে দেখলো কোনো ব্যথা লাগছে না। চিমটি কাটতেই সে পারে নি, পিছনে এসেছে তার নখ। যখন তার পা জমছিলো, তখন রেহমান বোধ করছিলো তার একটা বড়ো মোটা রকমের নালির ভেতর দিয়ে গড়াচ্ছিলো ঠাণ্ডা স্রোত, যা নেমে আসছিলো দেহের ঊর্ধ্বাংশ থেকে। সবচেয়ে বিশ্রী লাগছিলো রেহমানের যখন তার পুরুষাঙ্গটি বরফীভূত হচ্ছিলো। এখন তার পৌরুষ একটা শাদা ধবধবে তুষারদণ্ড। হাসিনা লক্ষ্য করলো তার নাভির ভেতর তুষার জমছে। আরেকটুকু নিচে তুষার জ'মে পায়ের দূরতম প্রান্ত থেকে বিশুদ্ধ ত্রিভুজ পর্যন্ত শাদা হয়ে গেছে। পা জ'মে যাওয়ার সময় সামান্যও টের পায় নি সে, কিন্তু তুষার যখন দশদিগন্তে আধিপত্য বসাচ্ছিলো রেহমানের জয়পরাজয়ভরা একান্ত সাম্রাজ্যে, তখন সে ব্লিজার্ডের তাড়া বোধ করছিলো তীব্রভাবে।

'বাইরে রৌদ্র, আকাশে মেঘ নেই, অথচ আমরা বরফের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি', বিড়বিড় করলো রেহমান।

বাঙলাদেশের প্রাচীনতম ভূগোলগ্রন্থেও তুষারপাতের বিবরণ পাওয়া যায় না; আলবেরুনির রূপকথামালায়ও এমন রূপকথার ইঙ্গিত নেই; আজকের আবহাওয়া বিভাগের রটানো বার্তায় বৃষ্টি-সম্ভাবনারও কোনো উল্লেখ ছিলো না। রেহমান গাড়িতে ওঠার সময় দেখে এসেছে পাশের বাড়ির মেয়েটি নাভি মানসসরোবরের মতো মেলে স্তন দুটোকে খোঁপার মতো সাজিয়ে বেরোচ্ছে। তার পোশাকেও তুষার বৃষ্টির কোনো আভাস ছিলো না।

'আমার বুক পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে', হাসিনা জানালো।

রেহমান দেখলো হাসিনার বুক পর্যন্ত তুষারিত; উচ্চতা নিম্নতা নেই কোনোখানে। রেহমানেরও বুক পর্যন্ত তুষার। একটা স্তম্ভ চোখে পড়লো হাসিনার 'মধুবাজার—দশ মাইল।' আনন্দে সে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলো; তার কণ্ঠনালি তুষারের দখলে।

'আমরা একটু পরেই মধুবাজার পৌঁছবো', ভাবতে চাইলো হাসিনা; কিন্তু অনুভব করলো তার ভাবনার শরীরেও তুষার লেগেছে।

BanglaBook.org

'মধুবাজারে পৌঁছতেই হবে', প্রতিজ্ঞা ক'রে গতি বাড়ালো রেহমান; কিন্তু গতি বাড়লো না, গাড়িটা শুধু কাঁইকাঁই ক'রে উঠলো।

তুষার জমছে—তুষার : রেহমানের বুকে, হাসিনার রক্তে, রেহমানের মাংসে, হাসিনার স্বপ্নে, রেহমানের বগলে, হাসিনার মূলনালিতে, হাসিনা-রেহমানের চক্ষুমণিতে, রেহমান-হাসিনার মগজে-স্বপ্নে। ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, রক্তের অভ্যন্তর থেকে, মাংসের ক্ষুধা থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে তুষার। তাদের রক্ত মাংস স্বপ্ন কাম অস্থিমজ্জা এমনভাবে তুষারান্তরিত হয়ে গেছে যে দেখে বোঝার উপায় নেই এ-তরুণী একদা স্তন-যোনি-স্বপ্ন ধারণ করতো; আর তার পার্শ্ববর্তী তরুণ মালিক ছিলো হৃৎপিণ্ড-পুরুষাঙ্গ-প্রেমের। অবশেষে গাড়িটি এসে মধুবাজারে পৌঁছোলো। তখন গাড়িটি তার আরোহীদের নিয়ে একটি বড়ো বরফপিণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে;—শেষ তুষারকণা হাসিনা ও রেহমানের দৃষ্টিকে ঢেকে দেয়ার আগে তাদের চোখে পড়লো একটা ঝোপের আড়ালে এক চিলতে রোদে একটি উপজাতীয় তরুণী একটা স্তন ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার তরুণের বিশাল মুখের ভেতরে। শেষ তুষারকণা দুটো তাদের চোখে জ'মে উঠলো।

১৯৭৯

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মহান শয়তান

সচিত্রকরণ কাইয়ুম চৌধুরী

তাঁর অপেক্ষায়ই ছিলো সবাই;—ওই নদী, ঠাণ্ডা রাত্রি, আর তারারাশি; দস্তা-কড়া দিন, ঝুলন্ত যাত্রী, চাষী; ইস্কুলের শিশুরা, প্রতিটি রাইফেল ও সেনাপতি, রাজ্যপতি, শেফালির বিষণ্ন বন; ছাত্ররা, দাগীচোর ও খুনীরা। প্রথমে তবু কেউ খেয়াল করে নি তিনি এসেছেন। বেশি অপেক্ষায় ও বেশি

আগ্রহে ছিলো ব'লে তাকে দেখতে ও বুঝতে দেরি করেছে সবাই;—কোটি কোটি পুরুষ ও স্ত্রীমানুষ; কেননা বেশি আগ্রহে অপেক্ষায় চোখে আর স্নায়ুতে ছানি পড়ে, অনুভূতিমণ্ডলে দেখা দেয় সংবেদনশূন্যতা। মানুষের থেকে প্রাকৃতিক বস্তুদের ইন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ণ, আবেগঅনুভূতি অনেক স্পর্শকাতর; তাই তাঁর আবির্ভাব আর আগমন সবার আগে টের পায় শহর থেকে সত্তর মাইল দূরে দাঁড়ানো একটি কিশোর খেজুরগাছ। এরপর তাঁর আবির্ভাব, শরীরমনে, বোধ করে রাজধানির অভিজাত অঞ্চলের একটি পনেরো বছরের কিশোরী, ও নারায়ণগঞ্জের বেশ্যাপল্লীর এক জীর্ণ কুৎসিত মরণযাত্রী। এ-তিনটি বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তব কোনো যোগ ছিলো না, কিন্তু তাদের এক তন্তুতে বেঁধে দিলেন তিনি, মহিমার যার শেষ নেই; যার রঙিন উজ্জ্বল হিংস্র প্রতিভায় সারা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে আছে। মূর্খ পাড়াগাঁয়ের একটি মরা খালের পাড়ে গত তিন বছর ধ'রে অত্যন্ত অবলীলায় আকাশের দিকে মস্তক বাড়াচ্ছিলো খেজুরগাছটি;—দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যে সুগঠিত। এবারের শীতে তার রস দেয়ার কথা; মাতবরচর থেকে যে-গাছিটি প্রতি শীতে ওই গ্রামে এসে বাসা বাঁধে আর গাছ কাটে, সে গাছটির ডালপালা বেশ চমৎকারভাবে ছেটেছে, এবং গাছটিতে যাতে প্রচুর রস পড়তে পারে, তাই বড়ো ক'রে মুখ কেটে নালি পেতেছে। গাছটি কাটার সময় মাঝিবাড়ির ড্যাকরা যুবতীটির কথা গাছির মনে পড়ছিলো বারবার; তার বিশ্বাস এ-শীতে ওই এলাকায় ওই দুজনের সমান রস আর কেউ দিতে পারবে না। গাছি যেদিন গাছে নালি বসিয়ে হাড়ি পেতে গেলো, তার পরেই গাছটি শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে। প্রথম জননীর মতো অঢেল রস ঝরানোর ইচ্ছে ছিলো গাছটির; কিন্তু রসের প্রথম ফোঁটা তার ভেতর থেকে চুঁইয়ে আসার চেষ্টা চালাতেই গাছটি প্রচণ্ড বিষক্রিয়া বোধ করে। গাছটি অনুভব করে যে তার শির আর শেকড় ও চারপাশ থেকে বিন্দু বিন্দু চুঁইয়ে নালির দিকে উঠে আসছে কালো বিষ, তার শরীরটি পরিণত হয়েছে এক বিশাল বিষাক্ত কালসাপে, যার কালো বিদ্যুতের মতো দাঁত থেকে উৎসারিত হচ্ছে আদিম গরল। গাছটি রঙ বদলিয়ে ক্রমশ কালো হ'তে থাকে, যন্ত্রণায় গাছটি কাতরে উঠে। একবিন্দু বিষ তৈরি যতো কঠিন এক হাড়ি রস তৈরিও ততো কঠিন নয়। বিন্দু বিন্দু বিষ এক সময় বিষস্রোতে পরিণত হয়ে জমতে থাকে নতুন হাড়িতে; কিন্তু গাছটি যতোটা বিষ জমায় হাড়িতে তার চেয়ে অনেক বেশি ছোবল অনুভব করে তার স্নায়ুরাশিতে। যে-রাখালছেলেটি গাছটির নিচের কোলায় প্রত্যেক বিকেলে দুটি গরু আর একটি ছাগল চরায়, একসময় তার চোখে পড়ে যে

BanglaBook.org

ছাড়াবাড়ির ওই গাছটি কাটা হয়েছে। সে আস্তে আস্তে গাছে ওঠে, এবং রস খাওয়ার জন্যে গাছটির মুখে এক ব্যাপক বিস্তৃত চাটুনি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মরা পাতার মতো খ'সে পড়ে, এবং গাছটি প্রচণ্ড শব্দে দু-ভাগ হয়ে যায়। রাজধানির অভিজাত অঞ্চলের পঞ্চদশী কিশোরীটি বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যসৌন্দর্যের শুদ্ধ প্রতিমা; তাকে দেখে অনেকেই ভাবতো যে বিশুদ্ধ রূপসৌন্দর্য দুর্দশাগ্রস্ত এ-গ্রহে এখনো উপকথায় পরিণত হয় নি। তার স্তন দুটি কোনো পাপী হাতের পরিচর্যা ছাড়াই বিস্তৃতি পেয়েছে—দিগন্তের মতো; নিটোল উচ্চতাও পেয়েছে নীলিমাতুল্য, যাতে পাশাপাশি জ্বলে দুটি অদেখা ধ্রুবতারা। সে যে-ব্লাউজ পরে তাতে বেশ দূর থেকেও দিগন্তরেখা দেখা যায়, তার বর্ণমালা চোখে এসে ঢোকে। তার পায়ের পাতা, জংঘা, উরু, পাছা অত্যন্ত সুগঠিত; তার জিন্সের নীল পুরু আবরণ সত্ত্বেও সৌন্দর্যপিপাসুরা তার ওই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর নিটোলতা সম্পর্কে সন্দেহহীন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে। তার ওষ্ঠ, কণ্ঠদেশ, চোখ, চিবুক, মুখমণ্ডল বিস্ময়কর শোভাখচিত; কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল এমন কোমলমসৃণ যে তাতে হাত ঢোকালে মনে হবে বার্লির নরম স্তূপের ভেতর ঢুকছে আঙুল। তার কোনো খুঁত ছিলো না ব'লে শুধু বুড়োরাই তার দিকে ভেজা চোখে তাকাতো না, যুবকেরাও থমকে দাঁড়াতো। বুড়োদের মধ্যে পঁচাত্তর বছর বয়স্ক একজন, রুগ্ন হৃৎপিণ্ডবশত পদচ্যুত মন্ত্রণাদাতা, তার দিকে তাকিয়ে এক দুপুরে ভেবেছিলো : যদি ওর সাথে পাঁচ মুহূর্ত ঘুমোতে পারতাম, তবে আমি অবশ্যই ফিরে পেতাম আমার হারানো স্বাস্থ্য-যৌবন-হৃৎপিণ্ড! সে একটি সত্য চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছিলো যে কিশোরীদের মতো সৌন্দর্য ও আবেদনময় আর কিছুই নেই। তার আঙুল থেকে বের হতো ভোর, চোখে উঠতো মধ্যরাতের বিখ্যাত চাঁদ, ওষ্ঠে কাঁপতো লালপদ্মদিঘি। কোনো অসুখ অসৌন্দর্য তার ছিলো না, ব্যাধির কোনো কারণও ছিলো না। একটু দূরের বস্তির এক হাজার কিশোরী যেটুকু প্রোটিন গ্রহণ করতো, সে একাই গ্রহণ করতো তার চেয়ে বেশি; আর সংস্পর্শজাত রোগ ঘটারও সম্ভাবনা ছিলো না। তার বিচরণস্থানগুলো ছিলো পরিস্রুত, যাদের পাশে বসতো তারা আজন্ম নীরোগ; যাদের পোশাকআশাক তার গায়ে লাগতো, তাদের পোশাক ছিলো তাদের মতোই পরিচ্ছন্ন। ওই কিশোরী কারো সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হয় নি, কারো ঠোঁটেও তার ঠোঁট লাগে নি, যদিও স্বপ্নে কয়েকবার সে এমন ঘটনায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু অমন অংশ তো সবাই নেয়। সেদিন সন্ধ্যায় নাচের আসরেই সে প্রথম শ্রান্তি বোধ করে, যা সে আগে আর কখনো করে নি। উদ্দাম স্বর সুর

BanglaBook.org

আলো ও নাচের মধ্যে হঠাৎ ভাস্কর্যের মতো সে স্থির হয়ে পড়লে তার সঙ্গী বিস্ময় বোধ করে; এবং তাকে নাচতে অনুরোধ করে। কিন্তু সে কিছুই শুনতে বা দেখতে পায় না; অনেকক্ষণ পাথুরিত থাকার পর কিশোরীটি রক্তপ্রবাহ ফিরে পায়, এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মেঝের এক কোণে ব'সে পড়ে। ওখানকার তুমুল জীবনোল্লাসের মধ্যে তার দিকে মনোযোগ দেয়ার কথা কারো মনে পড়ে নি, তাতে তার অনেকটা ভালোই লেগেছে। ব'সে-থাকা অবস্থায় তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি ভীষণ ব্যথায় শিউরে উঠলে সে ডান হাত দিয়ে সেটিকে চেপে ধরতে গিয়েই বিভীষিকা দেখে : কড়ে আঙুলটি বাঁকা আঙটির মতো খ'সে পড়েছে তার ডান মুঠোতে। সৌন্দর্যের কথা ভেবে সে চিৎকার ক'রে উঠলে তার কণ্ঠে কোনো স্বর জন্ম নেয় না; কণ্ঠের যেসব তন্ত্রির কাঁপনে জাগে স্বর, সেগুলো তার গলার ভেতর এলোমেলোভাবে জড়িয়ে যায়। সে দৌড়ে বাইরে আসে, গাড়িতে ওঠে, ও বাসায় পৌঁছে। আপন অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলে সে সম্পূর্ণরূপে;— নিজেকে তার নিঃশব্দ বেড়াল, ডাস্টবিনের মরা ইঁদুরের লেজ, চুরমার-হয়ে-যাওয়া গ্লাশ, আকাশের দিকে উদ্যত টাওয়ার, নর্দমার ভাসমান লাল-হলুদ মলখণ্ড ব'লে মনে হয়। ভাঙা নৌকোর মতো সে ঢোকে শোয়ার ঘরে। পরের দিন যখন বেলা অনেক হয়েছে, তার ইস্কুলে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে, তার মা তাকে জাগাতে এসে চিৎকার ক'রে উঠলে বাড়ির সবাই অর্থাৎ দুটি কাজের মেয়ে, একটি কাজের ছেলে, ও ড্রাইভার এসে জড়ো হয়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই জড়ত্ব অর্জন করে; কারো মুখে কোনো কথা সরে না, তারা সবাই দোজখি বিভীষিকা দেখতে থাকে। তার পা, আঙুল থেকে উরু পর্যন্ত, প'চে গ'লে গেছে; আর তার ভেতরে ঢুকে গেছে ট্রাউজারের কাপড়। পচা মাংস ও ট্রাউজারের কাপড় মিলেমিশে শুকিয়ে এমন হয়েছে যে পা দুটিকে সামুদ্রিক বাইনের শুঁটকির মতো দেখাচ্ছে। মাংস ও ট্রাউজার এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে চেনা শক্ত কোনটুকু আল্লাহর আর কোনটুকু দর্জির। কিন্তু ডান পায়ে দেখা যায় এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পায়ের পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি, কিন্তু একটি আঙুল লোকোত্তর সৌন্দর্যের মতো অম্লান হয়ে আছে। অনন্ত বিভীষিকালোকে সেটি এক গোলাপপাপড়ি, যার সুগন্ধ আর আভা আছে, তার ভেতরে সুস্থ রক্তের পরিক্রমা বাইরে থেকেও দেখা যায়। শোকগ্রস্তদের একজন নিজেকে অতল শোক থেকে উদ্ধার ক'রে চিকিৎসক আনার কথা স্মরণ করায়। চিকিৎসক ঘরে ঢুকেই অদৃশ্য কোনো মহানুভবের আপার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া বোধ করে। এ-কিশোরী তার অনেক দিনের চেনা; তার যে-সামান্য চিকিৎসা

BanglaBook.org

এতোদিন দরকার হয়েছে, তা সে-ই করেছে। এই প্রথম চিকিৎসক অভাবিতকে দেখতে পায়। মানবদেহের এমন বিকারের কথা সে কোনো বইয়ে পড়ে নি, বাস্তবে দেখে নি। সে নিঃশব্দ চিৎকার ক'রে ওঠে; তাতে পরম করুণাময় না পরম প্রতিহিংসাময়ের নাম উচ্চারিত হয়, তা বোঝা যায় না। 'কী রোগ হয়েছে এ-কিশোরীর?' —ডাক্তার নিজেকে বা নিরাশাকে মনে মনে জিজ্ঞেস করে। 'এ কী রোগ, না তাঁর উপস্থিতি?' — এমন বোধ তার মনে জন্ম নেয়ার সাথে সাথে এক রকম পুলক বোধ করে ডাক্তার; কিন্তু পরমুহূর্তেই জন্ম নেয় তার কর্তব্যজ্ঞান, এবং সে রোগশনাক্তির দিকে মন দেয়। শনাক্তির জন্যে দরকার কিশোরীর শরীরটিকে পা-থেকে-মাথা পর্যন্ত, বিকৃতি থেকে বিকৃতি পর্যন্ত, দেখা। সে কিশোরীর গায়ে লেপ্টে যাওয়া জিন্স ও ব্লাউজ অপসারণের উদ্যোগ নেয়। এক রকম আরক কিশোরীর শরীরে লাগিয়ে কশাইয়ের মতো ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে পোশাক সরাতে থাকে কিশোরীর শরীর থেকে : মাঝে মাঝে ছিঁড়ে আসতে থাকে পচা মাংস, ভ্রাক ক'রে ছিটকে পড়ে নর্দমার পানির মতো বিমর্ষ রক্ত আর ঘোলা মেদ। পা দুটি আবিষ্কার করতে চিকিৎসকের অনেক সময় লাগে। প্রথম দিকে ছুরি চালাতে বেশ কষ্ট হয় চিকিৎসকের; বমির মতো ভেতর থেকে উঠে আসে কান্না; কিন্তু ক্রমশ সে শান্তি ফিরে পায়। এক সময়, সে যখন উরুর দিকের পোশাক খসাচ্ছিলো, তার চোখে অর্নিবচন উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। বোঝা যাচ্ছিলো সে আনন্দ পাচ্ছে, অনন্তকাল ধরে এ-কিশোরীর বিকৃত দেহ—পুজ, পচা রক্ত, ঘোলা মেদ, চ্যাপ্টা কৃমি—নাড়তে তার কষ্ট হবে না। দু-উরুর সন্ধিস্থলে খোঁচা দেয়ার সময় অনেকখানি পচা রক্ত মাংস মেদ চরম দুর্গন্ধসহ ঝ'রে পড়লে তার প্রতিভা আরো বিকশিত হয়, কাজে উৎসাহ বাড়ে। ঘরে নিকটাত্মীয় যারা উপস্থিত ছিলো, তাদের মনেও এক রকম অস্বচ্ছ স্তব্ধ উল্লাস সঞ্চারিত হয়। ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখা দেয় সেই মহানালি, যা এখন দুঃস্বপ্নের মতো, পচা মাংসের সঙ্গে যা দিয়ে থিতিয়ে নামছে নরক। অর্ধেক সফলতার পর চিকিৎসক পূর্ণ সাফল্যের জন্যে কিশোরীর ব্লাউজ সরানোর কাজে মন ও হাত দেয়। নাভির দিকে সিল্ক ও সিল্কের চেয়ে মসৃণ চামড়া মেদ মাংস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চিকিৎসক মাংস ও সিল্কের পার্থক্য করছিলো এভাবে যে খোঁচা দিলেই মাংস খ'সে পড়ছিলো, কিন্তু উন্নত কৌশলে প্রস্তুত সিল্কের তন্তু ছিঁড়ছিলো না। বস্তুই অবিনশ্বর, আর সব নশ্বর। খোঁচা দিতেই ধস নামে নাভিএলাকায়, দেখা দেয় একটি লালরক্তময় গর্ত। একটু ওপরে পাঁজরের শাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে মাংস

BanglaBook.org

সরিয়ে। স্তনাঞ্চলের কাপড় সরানোর সময় দু-স্তর কাপড় খোঁজে চিকিৎসক, কিন্তু সে অবিলম্বেই বুঝতে পারে যে বক্ষবন্ধনি নামক বস্ত্রটি সে পরে নি। তার বাঁ দিকের স্তনটি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সেখানে ঠাঠা করছে শয়তানের অট্টহাসি, যার একদিক দিয়ে গ'লে পড়ছে অশ্রু অন্য দিকে উছলে উঠছে উল্লাস। বছর তিনেক আগে যখন কিশোরীর স্তন উদগত হচ্ছিলো, তখন কী একটা অছিলায় ডাক্তার তার বাঁ দিকের দুধটি দেখেছিলো। স্তন শব্দটি সহজে ডাক্তারের মনে আসে না; নারীদেহের ওই অংশকে যে স্তন, পয়োধর প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দেও ডাকা হয় ডাক্তার তা শিখেছিলো প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হওয়ার পর; আবাল্য সে জেনে এসেছে ওই অংশের নাম দুধ; তাই নারীবক্ষ ভাবতে সে দুধ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ স্মরণ করতে অনেক সময় নেয়; তাই বালিকার বুকের কথা ভাবতে দুধের কথাই তার মনে হয়। সে দেখেছিলো শীর্ষদেশে একটি ধ্রুবতারা, আর তার তলায় একটি তিলের আকারে লালগোলাপ। কিন্তু এখন তার কী পরিণতি! কিন্তু চিকিৎসক ও অন্যরা এ-বিভীষিকাও সহ্য করতে পারছিলো, তবে তাদের সমস্ত সহ্যশক্তি মুহূর্তে খান খান হয়ে যায় যখন ডান স্তনের কাপড় মোচন করা হয়। এ-স্তনটির কিছুই হয় নি;—একটি বিশাল মুক্তোর মতো টলমল করছে স্তনটি, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে রঙিন আভা, দ্যুতি ঝলকে পড়ছে চারপাশের দোজখে, চিকিৎসকের আঙুলের ছোঁয়ায় সেটি থরথর ক'রে উঠছে, যেনো রক্তগোলাপের বনে বইছে ঝড়। অশেষ নরকও সহ্য করা যায়, কিন্তু তার মধ্যে ক্ষীণ স্বর্গের ঔদ্ধত্য সমস্ত স্নায়ু ও কল্পনাকে এমন কড়াভাবে আগুনের চাবুক মারতে থাকে যে তাতে মানুষের মতো দানবেরাও মূর্ছিত হয়। এখানেও তাই হয়, সবাই কিছুক্ষণের জন্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এখন কিশোরীর সারা শরীর নগ্ন, অথবা নগ্ন শুধু ডান স্তনটি, আর সব দুর্ভেদ্য বিভীষিকাপরা। সবাই দেখে তাদের চোখের সামনে সীমাশূন্য স্থানকাল ভ'রে ছরিয়ে আছে নরক, যার বুকে অনন্ত হাহাকার হয়ে ফুটে আছে বেহেশতি সৌন্দর্যখচিত একটি স্তন। নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের বস্তিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে অন্যরূপে। ফেলু ব্যাপারীর ঠিক বয়স কতো বলা অসম্ভব; কেউ বলে আশি কেউ বলে পঁচাত্তর; সে গত কুড়ি বছর ধ'রে প'ড়ে আছে নর্দমার ধারে। তার সমস্ত অঙ্গই বিকল, কোনোটাই ঠিকমতো কাজ করে না। গুলি খেয়ে ভেঙে যাওয়া শকুনের পায়ের মতো তার পা দুটি ঝুলে আছে কুঁচকি থেকে। চোখ দুটি বুঁজতে বুঁজতে একেবারে বুঁজে গেছে, তার মধ্যে যেটিতে সামান্য আলো এখনো ঢোকে সেটিকে সে নোংরা নখ দিয়ে খুঁটে ফাঁক করে প্রত্যেক সকালে, যাতে পাড়ার তিন চার

BanglaBook.org

হাত শোভা তার চোখে পড়ে। বাহু দুটি উটপাখির ডানার মতো অতীতের স্মৃতি জাগায়মাত্র। মুখে ভাল্লুকের বদহাসির মতো ঘা, তাতে খুব ক্লান্ত বুড়ো মাছি ছাড়া অন্য পোকাও বসে না। পাঁজরটি বেঁকেছে এমনভাবে যাতে মুখটি তার গোপন অঙ্গের আবরণে পরিণত হয়েছে। সে কোনো পোশাক না পরলেও তাকে নগ্ন মনে হয় না, কুৎসিত মনে হয় শুধু। সে তার রোগরাশি সংগ্রহ করেছে এ-বেশ্যাপল্লী থেকেই, এবং একেই পুণ্যস্থান ভেবে প'ড়ে আছে। তার রোগরাশি তার মাংসে কখনো ঢুকেছে আনন্দরূপে, কখনো ক্লান্তিরূপে। তার যৌবনের পাড়ানারীদের হাড় এখন মিলবে কোনো নামহীন শ্মশানে বা নদীনালার গর্ভে; তার প্রৌঢ়কালের পতিতারাও সময় রোগ পুলিশ শেপাই ও অন্যান্য ন্যায়রক্ষীর তৎপরতায় কোথায় চ'লে গেছে। গত কুড়ি বছরে সে কোনো বা কারো ঘরে যায় নি, কোনো শরীর ছোঁয় নি; কুষ্ঠগ্রস্ত নারীরাও তাকে ছুঁতে ঘেন্না করে। সে রোদে পড়ে থাকে নর্দমার পাশেই, বেশি বৃষ্টি হ'লে আশ্চর্য জিমন্যাস্টের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের বারান্দায় ওঠে, অনেক সময় ওঠেও না। কোনো চিকিৎসা তার হয় নি অনেক বছর, যদিও প্রথম দিকে সে চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলো। তখন তার জীবনের মোহ ছিলো, কামনা ছিলো; কিন্তু ওইসব ছেড়ে দিয়ে এখন সে শুধুই বেঁচে আছে। কোনো কামনা বাসনায় নয়, নিতান্ত বাঁচার বাস্তবতায় সে বেঁচে আছে; মানুষের জীবনে যে বাঁচা ছাড়া অন্য কিছুও ঘটতে পারে, তার বোধ সে হারিয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু সবাই দেখছে সে মরছে না। তার অসুখের প্রথম দিকে যে-কিশোরীটি প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলো, তার হাড় এখন শীতলক্ষার ঠাণ্ডা জলে শান্তি পাচ্ছে। প্রথম কয়েক বছর সে চিকিৎসা চালিয়ে একদিন সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে তার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সে টিকে আছে গত কুড়ি বছর। এতে বিস্ময় বোধ করতো সবাই; কিন্তু সে নিজে বিস্ময়বোধ করে কয়েকদিন আগে;—অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে যখন সে বুঝতে পারে তার বাঁ দিকে টপটপ করতে শুরু করেছে কিছু একটা। অনেক দিন সে অমন শব্দ শোনে নি, দূরস্মৃতির আওয়াজ শুনে শিউরে ওঠে সে। এক ঝলক আলো এসে ঢোকে তার খৎনা-না-করা কিশোরের গোপন প্রত্যঙ্গের মতো চোখে। এক পরিবর্তন-স্রোত তাকে নাড়া দিতে থাকে প্রতিমুহূর্তে, হঠাৎ সক্রিয় কারখানার মতো তার শরীরের নানা ভাগে শুরু হয় পিস্টনের ঢোকন-বেরোন, চক্রের আবর্তন, বিদ্যুৎপ্রবাহ, উৎপাদন। শরীরের যে-সব খোড়লে অনেক বছর কোনো তরল পদার্থ ঢোকে নি, সেখানে সজোরে কোলাহল শুরু করে উজ্জ্বল সুস্থ

BanglaBook.org

রক্ত। বলবান মোষের পেছনের পদযুগলের মতো সজীব শক্ত হয়ে ওঠে তার পা দুটি। পাঁজরটি সোজা হয়ে শির ওপরের দিকে উঠতেই লজ্জা লাগে তার, এতোদিন তার মাংসাশী লজ্জা ঢাকা প'ড়ে ছিলো ঢ'লে-পড়া মস্তকে; এখন তা নিরাবরণ হয়ে পড়েছে। বিশেষ পুলকের সঙ্গে সে লক্ষ্য করে যে-প্রত্যঙ্গটি তার জীবনযৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যেটি বিকৃতবিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভের মতো, সেটি তাজা হয়ে উঠেছে, এবং সে কাম বোধ করছে। যৌবন দেখা দেয় তার সমস্ত অঙ্গে দোজখে ঢোকে দক্ষিণা, মাথা তোলে সবুজ তরুশ্রেণী, বেরোতে থাকে অদেখা ফুলের সৌরভ। তিনি তিনটি বিচ্ছিন্ন সত্তাকে এক সূত্রে বাঁধলেন। ঘটনা তিনটির তাৎপর্য প্রথমে জনসাধারণ বুঝতে পারে নি; তবে এ-ঘটনায় প্রথমে তারা স্তম্ভিত হয়, আহত হয় কেউ কেউ, কিন্তু অত্যন্ত ভেতরে সুখ পায় সবাই। যারা ঘটনা তিনটির কোনোটির প্রত্যক্ষদর্শী নয়, তারা ঘটনার বিবরণ শোনার সময় প্রেতলোকে প্রবেশের ভয় পায়, এবং অস্ফুট ধ্বনিপরম্পরা উচ্চারণ করে, যা 'পরম করুণাময় সবই তোমার ইচ্ছে', 'চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ সবই তোমার মহিমা'র মতো শোনায়। কে কী উচ্চারণ করেছে, তাও মনে নেই কারো; শুধু মনে আছে এক চরম বিভীষিকা ও বিভীষিকাউত্তর উল্লাস তাদের আত্মাকে দখল ক'রে ছিলো। তবে তাঁর আগমন সম্পর্কে অনেকে নিশ্চিত হয় আরেকটি ঘটনায়। শহরকেন্দ্রে অবস্থিত একটি গুঞ্জনময় শিশু-ইস্কুলে ঘটে ঘটনাটি। চমৎকার এলাকায় অবস্থিত এ-ইস্কুলটিতে অত্যন্ত চমৎকার গর্ভে ও বাড়িতে জন্ম নেয়া শিশুরা পড়তে আসে। তাদের সুন্দর সুন্দর পিতামাতারা অনেক অসুন্দর ব্যাপারে জড়িত থাকলেও ওই শিশুরা পবিত্রতা ও সুন্দরতার মনুষ্যমূর্তি;—পাপ দারিদ্র কুশ্রীতাক্লিষ্ট পৃথিবীতে তাদের মুখ দেখলে যে-কোনো পাপী, ভিখিরি ও কুষ্ঠরোগীর মনেও শান্তি জন্মে। কলরবে দশদিক মুখর ক'রে তারা নামে নানান রঙের গাড়ি থেকে; সারা সময় সুরে ছেয়ে রাখে তারা ইস্কুলের বাড়িঘর; চারদিকে ছড়িয়ে দেয় অলৌকিক হাসি। কিন্তু সেদিন, রোববার, তারা ইস্কুলের উঠোনে পা দিতেই ভুলে যায় ভাষা ও হাসি; পরিণত হয় দু-শো শিশুর নিশ্চল নিঃশব্দ মূর্তিপুঞ্জে। সবাই ঠোঁটে ঠোঁট দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গম্ভীরভাবে বসে থাকে, কখনো একসঙ্গে হাঁটে, কখনো আকাশের দিকে নির্বিকার তাকিয়ে থাকে, যেনো তারা অদৃশ্য কারো আরাধনা ও স্তবে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। হেডমিস্ট্রেস প্রথমে উচ্চ চিৎকারে তাদের নৈঃশব্দ্য ও নিশ্চলতা ভাঙাতে চান, কিন্তু তাতে তারা আরো নিঃশব্দ ও ভীতিকর হয়ে ওঠে। পরে ইস্কুলের সবচেয়ে রূপসী ও

BanglaBook.org

লীলাময়ী আপা তার নিপুণ কলাকৌশলে শিশুদের স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে সেও একসময় শিশুদের মতো নিঃশব্দ নিশ্চল হয়ে পড়ে। শহরশাসকগণ এ-সংবাদে প্রথমে উল্লসিত ও পরে বিচলিত হয়ে পড়েন; কীভাবে শিশুদের ভয়াবহ ধ্যান ভাঙানো যায় সে-কথা ভাবতে থাকেন। জনৈক সেনানায়ক তাঁর বাহিনীকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন, অনেক দিনের নিষ্ক্রিয়তায় তাদের পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে; পুলিশ বিভাগও তৎপরতা দেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করে; দমকলবাহিনী সাইরেন বাজাতে বাজাতে শহরের দিকে দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। একজন শোকাতুর রূপসী মাতা হ্যামিলনের বাঁশিঅলা জাতীয় কিছুর খোঁজে বেরোন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে আসতে থাকে ভাঁড়েরা, নানা হাস্যরসাত্মক খেলা দেখাতে থাকে; তাতে শিশুদের পিতামাতাদের শোক ও অশ্রু কেটে যায়, তারা শিশুর মতো আমোদে মেতে ওঠে; কিন্তু পবিত্র শিশুরা আরো নিস্তব্ধ হ'তে থাকে, কেউ কেউ গালে হাত দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে কী যেনো ভাবতে থাকে। পিতামাতা, নগররক্ষী, ও বৃদ্ধদের আমোদ দেখে ভাঁড়েরা বিস্মিতবেদনার্ত হয়; তারা এতোদিন এমন আমোদ কখনো দিতে পারে নি। এক সময় তাদের শরীরেও নিশ্চলতা নামে, নিস্তব্ধতা নামে স্বরে ও চোখে; অবশেষে তারা অচল স্থিরতা পায়। তাদের অমন নিশ্চলতাকে আমোদজনক ভাঁড়ামি মনে ক'রে পিতামাতারা খলখল ক'রে মাটিতে গাড়িয়ে পড়ে, আর শিশুরা, লীলাময়ী আপা, ও ভাঁড়েরা থাকে পাথরের মতো শক্ত নিশ্চল। এ-সময় শহরের বড়ো রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে একটি লোক চিৎকার করে ওঠে; সে নাকি পরম বিস্ময়কর কিছু দেখেছে যা আগে কোনোদিন দেখে নি। দুপুরে কড়া রোদে বাস থেকে নেমে বাসার দিকে পা বাড়াতেই সে রাস্তার একবর্গ একর এলাকা জুড়ে ঘুটঘুটে জমাট অন্ধকার দেখতে পায়। সরলভাবে হাঁটতে হাঁটতে নিরীহ জন্তুরা যেমন গুপ্ত জালে জড়িয়ে পড়ে শিকারীর, সেও তেমনি আলোজ্বলা পথ দিয়ে কয়েক পা হাঁটার পরে হঠাৎ ওই অন্ধকার একরে প্রবেশ করে, এবং অসহায় অন্ধের মতো চিৎকার ক'রে ওঠে। তখনই তার সমস্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর অরূপ সুন্দর মুখমণ্ডল, যার ভয়াবহ সৌন্দর্যের পীড়নে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এ-ঘটনার পর এমন ঘটনার খবর আসতে থাকে শহরের নানা স্ট্রিট, দূর গ্রামের মাঠ ও নদী ও বিল থেকে। রাজধানির একটি নাট্যগৃহে ঘটে প্রায়-পরাবাস্তব এক ঘটনা। রাজধানির অলিতেগলিতে তখন নানা নাট্যিক নিরীক্ষা ও আন্দোলন চলছে; দেশের সমস্ত ব্যর্থ কবি নাটককেই উপযুক্ততম মাধ্যম বিবেচনা ক'রে ব্যস্ত তখন

BanglaBook.org

নিরীক্ষায়। কেউ একটি থামের স্বগতোক্তির সাহায্যে প্রকাশ করছে সমকালীন সৌর ট্র্যাজেডি, কোনো গোত্র দর্শকে ঘর ভ'রে গেলে, দু-ঘণ্টার জন্যে মঞ্চের সামনে শক্তভাবে কালো যবনিকা ঝুলিয়ে দিয়ে পানাহারের জন্যে চলে যাচ্ছে কোনো হোটেলে; দর্শকেরা দু-ঘণ্টা ধ'রে কালো যবনিকা দেখে দেখে বিয়োগান্ত বিষাদে বুক ভ'রে বাড়ি ফিরছে; কোনো গোত্র মঞ্চে একটি লিঙ্গ স্থাপন ক'রে দেখাচ্ছে তার নানা রকম উত্থানপতন। কিন্তু এ-নাট্যগৃহটিতে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হয় প্রথাগত নাটক, যা বিস্ময়কর কৌশলে রিকশাঅলা থেকে চৌকশ নাট্যসমালোচকদের চিত্তে অপরিমিত আনন্দ সঞ্চার করে। এখানকার নাটকে থাকে একজন মহান নায়ক, ও একটি দানবিক খলনায়ক, অর্থাৎ ভিলেন। প্রতিদিন নায়কের প্রতিষ্ঠা ও খলনায়কের বিনাশের মধ্য দিয়ে করতালিমুখরিত সমাপ্তি ঘটে নাটকের। কিন্তু ঘটনার দিন দর্শকেরা নায়কের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নায়ক যতোই মহত্ত্ব দেখাতে থাকে ততোই ক্ষেপে ওঠে দর্শকেরা; তার সমস্ত মহৎ ক্রিয়া ও আত্মত্যাগকে ঘেন্না করতে থাকে তারা; এবং এক সময় প্রচণ্ড প্রচণ্ডতর প্রচণ্ডতম হয়ে ওঠে। অন্য দিকে ভিলেনের জন্যে বাড়তে থাকে তাদের দরদ। ভিলেনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তারা উৎসাহউদ্দীপনা বোধ করতে থাকে; উল্লাসে অনেকে মারহাবা করে, কেউ টাকা ও ফুলের স্তবক ছুঁড়ে দেয়। ভিলেন যখন চাষীর বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছিলো, তখন আনন্দে ফেটে পড়ে কয়েকটি যুবক, —'গুরু, গুরু' ধ্বনি উঠতে থাকে তাদের কণ্ঠ থেকে; চাষীর তরুণী কন্যাকে ধর্ষণের সময় উল্লাসে শিৎকার করে ওঠে কয়েকটি কিশোরীযুবতী। তারা বুকের কাপড় খুলে চিৎকার করে, —'প্রভু, আমাদেরও তুমি অমন করো।' বুড়োরাও চরম উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। ভিলেনের ক্রিয়ায় চারদিকে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে; সম্মিলিত স্বরে দর্শকেরা চিৎকার করে 'ভিলেন তুমি অমন হও', 'ভিলেন আমরা তোমাকেই চাই', 'তুমিই মানুষের ত্রাণকর্তা', 'ভিলেন আমরা তোমার দাস'। ভিলেনের পাষণ্ডতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই বাড়তে থাকে আনন্দ উল্লাস করতালি শিশ। ভিলেন তাতে উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়ে একআধটি স্ক্রিপ্টবহির্ভূত কাজ করতে থাকে, তাতে উল্লাস বাড়ে অনেক গুণে। কিন্তু এক সময় প্রথাসম্মত নাট্যকারের চক্রান্ত বা প্রতিক্রিয়াশীলতাবশত পরাজয় ঘটতে থাকে ভিলেনের : চাষীরা দল বাঁধে, ধর্ষিতারা লজ্জা না পেয়ে নিষ্ঠুরভাবে এগিয়ে আসতে থাকে বল্লম নিয়ে, নায়কের সহযোগিতায় খানখান করতে থাকে ভিলেনকে। তাতে ব্যথিত হয়ে পড়ে দর্শকেরা; তাদের দরদী বুক থেকে বইতে থাকে কান্না, মুর্ছিত হয় অনেক তরুণী।

BanglaBook.org

প্রিয়তমের লোকান্তর বেদনায় তারা নাট্যগৃহকে শোকগৃহে পরিণত করে। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে নায়কের মঞ্চে প্রবেশের সাথে তারা শোক থেকে জেগে ওঠে। নায়কের প্রতিটি ভালো কাজ তাদের মনে জন্ম দেয় ঘৃণা আর ক্রোধ; তাকে তারা শনাক্ত করে প্রিয়ঘাতক হিশেবে, এবং হিংস্র হয়ে ওঠে নায়কের বিরুদ্ধে। কয়েকজন চিৎকার ক'রে মঞ্চ থেকে নায়ককে বেরিয়ে যেতে বলে; কিন্তু দর্শকের নির্দেশে তার প্রস্থান করা ঠিক হবে কিনা, তা স্থির করতে না পেরে সে সংলাপস্মারকের নির্দেশ মতো সংলাপ ও নাট্যানুসারী ক্রিয়া ক'রে যেতে থাকে। তাতে দর্শকেরা হয় ক্ষিপ্ত বাঘ; একদিকে তাদের হৃৎপিণ্ডে ভিলেনের মৃত্যুর শোক, অন্যদিকে নায়কের সৎক্রিয়া;—তারা আসন ছেড়ে মঞ্চের দিকে এগোতে থাকে। তিন দিক থেকে তারা আক্রমণ চালায়; নায়ক পালানোর কথা ভুলে নিখুঁত অভিনয় করতে থাকে। সে সৎকাজে প্রবৃত্ত হতে চায়, কিন্তু দর্শকেরা বাধা দেয়। 'শালা, তোকে সহ্য করা অসম্ভব', ব'লে চিৎকার ক'রে কয়েকজন; 'তোর রক্ত চাই', ব'লে হুংকার দেয় অনেকে। 'আমরা ভিলেন চাই', 'ভিলেনই আমাদের প্রভু', 'ভিলেনের স্মৃতি অমর হোক', 'ভিলেনের জন্যে আমরা চল্লিশ বছর শোক পালন করবো', 'শালা, তোর মাংস চাই' প্রভৃতি শ্লোগান ওঠে। শ্লোগানে বিরক্ত বোধ করে কয়েকজন ক্রিয়ানুরক্ত দর্শক; কেউ পা কেউ হাত কেউ চুল ধ'রে নানা দিকে টানতে থাকে নায়ককে।

কয়েকজনের হাতে ঝকঝক ক'রে ওঠে ছোরা। টেনে ছিঁড়ে ফেলে তারা নায়কের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; দিকে দিকে ছুঁড়ে দেয় হাত-পা-মাথা; একজন তার ছোরা দিয়ে তরমুজ টুকরোর মতো খুঁড়ে আনে নায়কের হৃৎপিণ্ড। নায়কের রক্ত তারা ছিটিয়ে দেয় একে অন্যের চোখমুখশরীরে; যুবতীরা পা ধোয় সে-রক্তে। হোলি খেলতে থাকে তারা নায়কের শরীর থেকে ফিনকি-দিয়ে-পড়া রক্তে। যখন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে সকলের শরীর, রঙিন হয়ে উঠেছে মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা, দূরের একফালি চাঁদ, তখন তারা সবাই হুঁ হুঁ কাঁদতে শুরু করে ভিলেনের শোকে। পাগলের মতো টলতে টলতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে একে অন্যের গায়ে, মঞ্চে, টেবিলের নিচে, চেয়ারের ওপরে, দরোজার বাইরের গোলাপতলে। দেশের বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, বাজারে লোকজন অত্যন্ত উল্লাস বোধ করতে থাকে; কেননা তারা অনেকটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে যে তিনি এসেছেন। রাজধানি থেকে পনেরো বগির একটি রেলগাড়ি যাচ্ছিলো দু-শো মাইল দূরের একটি শহরে। পথে একটা লম্বা ব্রিজ পড়ে। ট্রেন ব্রিজে ওঠার সময় এপারে ওপারে জড়ো জনতা করতালি দিতে থাকে, কেননা ব্রিজের ওপাশের একশো গজ

BanglaBook.org

পরিমাণ জায়গা ভেঙে নদীতে ডুবে গেছে। জনতা এক অভূতপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো, যা কোনো চলচ্চিত্রেও তারা দেখেনি। দ্রুতগামী রেলগাড়িটি ব্রিজের ভাঙা অংশে পৌঁছোলে ভয়ে ড্রাইভার অচেতন হয়, এবং জনতা করতালি দেয়। প্রতিভাবান ফটোগ্রাফারের চলচ্চিত্রের মতো তাদের চোখের সামনে একটির পর একটি বগি একটু তেরচাভঙ্গিতে আশ্চর্য শোভা ও মর্মস্পর্শী সুরে নদীতে ডুবে যেতে থাকে। ঘটনাটি ঘটার পরে অনেকেই আনন্দে বিহ্বল হয়ে জানায় যে এমন শোভাময় দৃশ্য তারা আর দেখে নি, কখনো শোনে নি এমন আবহসঙ্গীত। দর্শকদের অনেকেই এর পরে সমস্ত কাজ ভুলে চোখ বুঁজে দেখতে থাকে—নদীতে লাফিয়ে পড়ছে তেরচাভঙ্গিতে বগির পর বগি; একটি... দুটি... একশো... হাজার... লাখ... কোটি; অনন্তকাল ধ'রে অনন্ত বগি অনন্ত জলে শোভা ঢেলে হারিয়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে এক পিতা গ্রামবাসীদের জড়ো করেছে তার উঠোনে। সকলের মধ্যে সে ঢোকে তার ফুলের মতো শিশুটিকে চুমো খেতে খেতে। বাঁ হাতে তুলে সে সবাইকে দেখায় তার তিন বছরের প্রফুল্ল কন্যাকে। সবাই যখন তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ, প্রশংসায় ব্যাকুল, তখন পিতা কোমর থেকে টেনে বের করে শয়তানের মুখের মতো সুন্দর একটি ছোরা, ও বসিয়ে দেয় শিশুর বুকের মধ্যে। টগবগ হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে শিশুর সরল রক্ত, যাতে যারপরনাই তৃপ্তি পায় সামাজিকগণ। একজন অসাধারণ পিতা তাদের মধ্যেই বাস করে জেনে ধন্য বোধ করে গ্রামবাসীগণ। গরিবরা দিনদিন বাড়ছে; যেমন অশ্লীল স্বাস্থ্য তাদের, তেমনি অশ্লীল তাদের আচরণ। তারা শহরে থুতু ছিটোয়, এখানে সেখানে হাগু করে তাদের ময়লা কুৎসিত বাচ্চারা, মাঝে মাঝে তারা ভীতিকরভাবে হানা দেয় ভদ্রদের দুঃস্বপ্নে। এ-সমস্যা চমৎকারভাবে সমাধান করেন এক সেনাপতি, এবং পদোন্নত হন। একরাত্রে তিনি একটি বস্তি ঘেরাও ক'রে ধরে আনেন তাদের সবাইকে। গরিব দেশে মূল্যবান গুলি বা গ্যাস খরচ করা ঠিক হবে না ভেবে তিনি ফাঁসি দিয়ে সমস্যা সমাধান করেন। শাসকগণ ও দেশবাসী এতে বড়ো আহ্লাদিত হয়; অন্যান্য বস্তির লোকেরাও বেশ স্বস্তি বোধ করে যে তাদের সমস্যা এতো সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারেন তাদেরই মাটিতে জন্ম-পাওয়া কোনো সামরিক প্রতিভা। মেয়েদের নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়। একজন ধার্মিক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে মেয়েদের সব কিছুই অশ্লীল : সম্মুখভাগ অশ্লীলভাবে উচ্চ, শরীর অশ্লীলভাবে বাঁক-খাদ-উপত্যকাভরপুর, অর্থাৎ শ্লীলভাবে সমতল নয়, চাউনি অশ্লীলভাবে উত্তেজক, পেছনের অংশ অশ্লীলভাবে দ্বিধাবিভক্ত। এমন

BanglaBook.org

সর্বব্যাপক অশ্লীলতা সহনীয় নয়। তাই শ্লীলতা সৃষ্টির জন্যে পরীক্ষামূলক-ভাবে একটি তরুণীকে বুকহীন পেছনহীন চোখহীন যোনিহীন ক'রে যেদিন প্রদর্শন করা হয়, সেদিন শ্লীলতার সমতল মূর্তি দেখে সবাই নির্বাক হয়ে যায়। একজন কবি সবাক হয়ে প্রতিবাদ করলে তার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। তখন সবাই বুঝতে পারে তিনি এসেছেন ওই নদী, ঠাণ্ডা রাত্রি, আর তারারাশি; দস্তা-কড়া দিন, ঝুলন্ত যাত্রী চাষী; ইস্কুলের শিশুরা, প্রতিটি রাইফেল ও সেনাপতি, রাজ্যপতি, শেফালির বিষণ্ন বন, ছাত্ররা ও দাগী চোর ও খুনীরা—সবাই বুঝতে পারে তিনি এসেছেন। কেউ একজন রাস্তায় খুঁজে পায় তাঁর মুকুট থেকে খ'সে-পড়া মুক্তো, বাড়ির ছাদে কেউ খুঁজে পায় তাঁর হীরেখচিত জুতো, জামা থেকে ছিটকে পড়া বোতাম পায় কেউ, আর সবাই পায় তাঁর করুণা। আমোদ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, 'তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন'; তাঁর করুণার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে থাকে জড় বস্তু আর প্রাণীরা। পাখির বুক থেকে, মানুষের মাংস থেকে, নদীর ঢেউ থেকে, বৃশ্চিকের বুক থেকে, তলোয়ারের ধার থেকে, জল্লাদের দড়ি থেকে, স্তব উঠতে থাকে 'তুমি এসেছো হে করুণাময় না প্রতিহিংসাময়, যে তুমি গোলাপের বুকে দাও নর্দমার কীটের উল্লাস, কুষ্ঠের মাংসে দাও শেফালির গোপন কামনা, বানাও বারুদ, ঝকঝকে করো ইস্পাত, তোমার করুণায় নদী হয় মরুভূমি, যুবতীর দেহে নামে পচাস্রোত, লাশের অভ্যন্তরে ঢোকাও যৌবন, ঘাতককে দাও সিংহাসন, প্রিয়তমকে ক'রে তোলো শত্রু, তোমার প্রশংসাই আমরা সন্ধ্যা সকাল সকাল সন্ধ্যা করি। আমাদের আর করণীয় নেই; আমরা তোমার পুজো করি। মহান শয়তান, প্রভু আমাদের, পালক আমাদের, তোমার করুণায় আমরা ধন্য।'

১৯৮১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যাদুকরের মৃত্যু

সচিত্রকরণ রফিকুন নবী

আমাদের একমুঠো দেশটির মানচিত্রের দিকে তাকালে সেটিকে দোমড়ানো বুটের মতো মনে হয়। আগে এমন মনে হতো না; যে-দিন বর্বররা এলো, দখল করলো আমাদের দেশটি, সেদিন থেকেই এমন মনে হ'তে থাকে। আমাদের ছোটো, চোখে-না-পড়ার মতো দেশটি যে পুরাণের কোনো

সুখলোক ছিলো, বা ছিলো কোনো স্বর্গের টুকরো, তা নয়; তবে তাকে দোজখ বা নরকের সাথে তুলনা করাও ঠিক হতো না। দেশের প্রসঙ্গে অবশ্য একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস ছিলো আমাদের; বিশেষ করে দামি দুষ্প্রাপ্য ধাতুর সাথে দেশের মাটির তুলনা করা আমাদের দরিদ্র কৃষক থেকে গরিব কবিদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। একে আমরা গণ্য করতাম প্রেমিক বা পুত্রের স্বতস্ফূর্ত অতিশয়োক্তি ব'লে। একটুও লজ্জা বা বিব্রত বোধ না ক'রে গ্রহের সবচেয়ে রূপসী দেশ ব'লে স্তব করতাম আমাদের দেশের, যদিও অনেকের খুবই ভালোভাবে জানা ছিলো যে এ-গ্রহে আমাদের দেশের থেকে রূপসী দেশ অনেক রয়েছে। আমাদের চাষীরা যদিও গান গাওয়ার অবসর খুব কমই পেতো, মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হতো তাদের, তবুও আমরা ভাবতাম যে গানে তাদের গলা পরিপূর্ণ। এক হাজার বছর ধ'রে যদিও আমাদের দেশে এক রকম অস্পষ্ট আকাল লেগেই ছিলো, বেশির ভাগ মানুষের মাস ও বছর যদিও কাটতো অনাহারে আধআহারে, তবুও আমরা ভালোবাসতাম গোলাভরা ধানের উপকথা বলতে ও শুনতে। আমরা ভালো ছিলাম না, তবু বেশ ভালো ছিলাম; আমরা বেশ খারাপ ছিলাম, তবুও খারাপ ছিলাম না। একদিন বর্বররা এলো। সেদিন থেকে আমরা ভালোই ছিলাম, তবু ভালো ছিলাম না; সেদিন থেকে আমরা খারাপ ছিলাম না, তবুও খারাপ ছিলাম। বর্বররা আসার পর আমরা পুরোপুরি বদলে গেলাম। প্রথমে দেশকে, যে-দেশকে আমরা গ'ড়ে তুলেছিলাম নানান রঙের অতিশয়োক্তিতে, সে-দেশ আমাদের চোখে দেখাতে লাগলো দোমড়ানো বুটের মতো কদাকার। দেশের স্তব করার যে-অভ্যাস আমাদের ঐতিহাসিক স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো, তার থেকে আমরা হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেলাম। বর্বররা আসার পর থেকে সোনার সাথে দেশের মাটির তুলনা আর কেউ করে নি; তাকে খুব রূপসী ব'লেও দাবি করে নি কেউ। লজ্জায় যে আমার অমন তুলনা থেকে বিরত হয়েছিলাম, তা নয়; অমন তুলনার কথা মনেই হয় নি কারো। অসুখ হ'লে মানুষের যেমন বদল ঘটে, যেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ, বা মানুষ মরণের দিকে এগোতে থাকলে যেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে চোখের তারা, তেমন বদলের ছোঁয়া লাগে আমাদের সব কিছুতে। সবুজ রঙটি আমরা পছন্দ করতাম। আমাদের গাছপালায় ওই রঙটি বেশ ভেজা ভেজা রকমের ছিলো, ছুঁলেই আঙুলে রঙ লেগে যাবে ব'লে মনে হতো; সেই ভেজা সবুজ রঙ, বর্বররা আসার পর, কালচে হয়ে উঠতে থাকে। বহু পুকুর ছিলো

BanglaBook.org

আমাদের দেশে। পুকুরে পানি, আর ওই পানিতে পাবদা, ট্যাংরা, নলা, বোয়াল, কাতল, চিতল, রুই ও আরো অনেক ধরনের মাছের বসবাসকে আমরা সুনিশ্চিত প্রাকৃতিক সত্য ব'লে মনে করতাম; কিন্তু ওই পানি, বর্বররা আসার পর, শুকিয়ে যেতে থাকে; এবং খুব পরিচিত মাছগুলো কীভাবে যেনো মিশে যেতে থাকে পুকুরের শুকনো মাটিতে। আগে যেখানেসেখানে ডুব দিয়ে শরীরটিকে ঠাণ্ডা ক'রে নেয়া যেতো, চাষীরা ও দূরের পথিকেরা সাধারণত তাই করতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর আমাদের পুকুরের পানিতে আর গা ডোবে না, এমনকি খাওয়ার পানিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। নদী ছিলো আমাদের দেশের আনন্দ ও দুঃখ দুই-ই। সে-নদীতে চর পড়তে লাগলো। যে-নদী আগে কয়েক ক্রোশ চওড়া ছিলো, বর্বররা আসার পর, চর প'ড়ে সে-নদী খালের মতো রোগা হয়ে উঠলো। স্বাস্থ্যবতী নারী আমাদের পছন্দ ছিলো। গুরু পশ্চাদ্দেশ ও স্থূল উচ্চ বক্ষদেশসম্পন্ন নারী আমাদের বাসনাকে আলোড়িত করতো, কিন্তু বর্বররা আসার পর আমাদের নারীরা কাঠের মতো শুষ্ক হয়ে উঠতে লাগলো। স্বামী ও সন্তান ও প্রেমিক কাউকেই পরিতৃপ্ত করার মতো সম্পদ তাদের রইলো না।

আমাদের ঘরবাড়িগুলোকে যেনো অসুখে ধরলো। আগে ঘরের চাল, চালের ওপর খেজুরগাছের ডালপালা, জাংলায় লাউকুমড়োর ডগা, শিমের নীল ফুল, বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া মেঠোপথ দেখলে বুক খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর খুশি জিনিশটিই অচেনা হয়ে গেলো। উঠোন গোবর দিয়ে দিনে দশবার লেপলেও আগের মতো ঝকঝক করতো না, একবার ভিজলে শুকোতে চাইতো না; ওই উঠোনে লাল লংকা, ধান বা অন্য কোনো শস্য শুকোতে দিলে বেলা প'ড়ে গেলেও তা শুকিয়ে আগের মতো ঝকমকে হয়ে উঠতো না। আগে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় নানান শব্জি ও ফলে আমাদের উঠোন ও খেত ভ'রে উঠতো। জাংলায় সবুজ লাউডগা ও ঝুলন্ত গোলাকার বা দীঘল লাউ আগে স্বাভাবিক দৃশ্য ছিলো, যেমন ছিলো ঘরের পাশেই ঝুলন্ত কুমড়ো, লাল হয়ে যাওয়া ডালিম, যুবতীর আঙুলের মতো ঢেঁড়স, পুঁইশাকের দৃশ্য। বর্বররা আসার পর এসব দুর্লভ হয়ে ওঠে। বন্ধুকে দেখে আগে ঝিলিক দিয়ে উঠতো চোখ, স্নেহাস্পদ কাউকে দেখলে বুকে একরকম প্রীতির আলোড়ন অনুভব করতাম আমরা; কিন্তু আমাদের শরীর, বর্বররা আসার পর, এসব সংবেদনশীলতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায়। কারো মুখের রঙই আর

BanglaBook.org

স্বাভাবিক ছিলো না। রঙ চটে সকলেরই চোখেমুখে একটা বিমর্ষ ভাব এসে গিয়েছিলো। ফুসফুস, মগজ, হৃৎপিণ্ড চোখে দেখা যায় না ব'লে ওসবের অবস্থা কেমন হয়েছিলো জানি না, তবে আমাদের রক্তের রঙ যে বদলে গিয়েছিলো, তা আমরা প্রায়-সবাই দেখেছি। খোঁচা লাগলে শরীর থেকে ময়লা রঙ বেরোতো; এতো ময়লা যে আগে হ'লে খুবই ঘেন্না লাগতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর ঘেন্নাবোধও আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো ব'লে ওই রক্ত দেখে কারো বমি পেতো না। অনেক দিন আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নি। আগে দিবাস্বপ্ন দেখেই আমাদের দিনের অর্ধেক কাটতো, কিন্তু বর্বররা আসার পর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাও আমাদের স্থগিত হয়ে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এমন শূন্য চোখে কোনো স্বপ্ন জন্ম নিতে পারে না; আর দিবাস্বপ্ন দেখার জন্যে দরকার যে-কল্পনাশক্তি, প্রয়োজন যে-কামনা, তা আমাদের বুক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। যুবকেরা স্বপ্ন দেখতো না, বুড়োরাও মনে করতে পারতো না কোনো স্বপ্নের স্মৃতি। নারীদের আমরা অনেক দিন আদর করি নি; শিশুদের আমরা অনেক দিন বুকে জড়িয়ে ধরি নি। বর্বররা আসার পর কয়েক মুহূর্তের অধিককাল নারীসংসর্গ সহ্য করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে আমাদের পক্ষে; এবং শিশুদের গালে চিবুক ছোঁয়াতেও আমরা পীড়িত বোধ করতে থাকি। শস্যক্ষেত্রে, বর্বররা আসার পর, মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাকা ধান কাটতে গিয়ে চাষীরা দেখে শস্যকণায় পচন ধরেছে; অনেক ধানের দুধ শক্ত না হয়ে ঘোলা হলদে হয়ে গেছে। সরষে, তিল, কাউনের মতো ফসল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে; কোনো খেতেই এসব শস্যের বীজ ফেললে অঙ্কুরিত হয় না। চারপাশে দেখা যায় আগাছার পুলকিত উদগম। আগে এসব আগাছা ছিলো না। কিছু আগাছা এক পশলা বৃষ্টিতেই উদগত হ'তে থাকে, এবং দিনসাতেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সারা এলাকায়। কিছু আগাছা জন্ম নেয় অনাবৃষ্টিতে;—দিন কয়েক রোদ হ'লেই অসংখ্য কাঁটা নিয়ে মাটির নিচ থেকে রাক্ষসের মতো মাথা তোলে একধরনের আগাছা, যার আক্রোশে ফসল তো বাঁচতেই পারে না, এমনকি চাষীদের হাত-পা-শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষতে দ্রুত পুজের আবির্ভাব ঘটে।

বর্বররা আসার পর কিছু কথা পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকে আমাদের দেশ জুড়ে। বাইরের কেউ শুনলে মনে করতে পারতো যে আমরা কারো কাছে এসব শুনে শিশুর মতো মুখস্থ করেছি; আর পথেঘাটে, বাজারে, চায়ের

BanglaBook.org

দোকানে যখন একে অপরের মুখোমুখি হই তখন মুখস্থ কথাগুলোই বারবার বলি। মনে করতে পারতো যে আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডার খুবই দরিদ্র, আর বাক্যও মুষ্টিমেয়। আসলে এসব কথা আমরা মুখস্থ করি নি; একে অপরের সাথে দেখা হ'লে ভেতর থেকে ওই কথাগুলোই বেরিয়ে আসতো, নতুন কিছু বলার উৎসাহও জাগতো না। কেউ হয়তো বলতো, 'নদীতে চর পড়েছে', এর উত্তরে শ্রোতা হয়তো বলতো, 'মাঠে আজকাল বাঁশি বাজে না।' 'নদীতে চর পড়েছে'র উত্তর যে 'মাঠে আজকাল বাঁশি বাজে না' হয় না, তাও আমরা বুঝে উঠতে পারতাম না, যদিও একসময়, বর্বররা আসার আগে, তা আমরা ভালোভাবেই বুঝতাম। কেউ হয়তো বলতো, 'অনেক দিন স্বপ্ন দেখি নি', এর উত্তরে শ্রোতা হয়তো বলতো, 'মেয়েদের বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।' তরুণেরা অবশ্য 'স্বপ্ন কাকে বলে' ধরনের কথা বলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো; কেননা তারা কখনো স্বপ্ন দেখে নি। বয়স্করা, যারা অনেক আগে স্বপ্ন দেখেছিলো, স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আছে ব'লে যারা গৌরব বোধ করতো, তারাও স্বপ্ন ব্যাপারটি বোঝাতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তো। ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারতো না স্বপ্ন জিনিশটি কী; এমনকি তারা ঠিক মতো মনেও করতে পারতো না তাদের অনেক-দিন-আগে-দেখা স্বপ্ন। 'অনেক দিন মেলায় যাই নি' হয়তো কেউ বলতো; উত্তরে শ্রোতা হয়তো বলতো, 'বৃষ্টির কি কোনো সম্ভাবনা আছে?' এমন সব কথা, বর্বররা আসার পর, শোনা যেতো আমাদের দেশে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম স্বপ্ন দেখতে; নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো আমাদের সব স্বপ্ন। আশা ব'লে একটা জিনিশ আগে ছিলো আমাদের, বর্বররা আসার পর তা পুরোপুরি লোপ পায়। নতুন জামা পরলে যে-আনন্দ লাগে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হই; এমনকি আমাদের শিশুরাও নতুন জামা প'রে উল্লাস বোধ করে না। বর্বররা আসার পর কখনো মনে হয় নি যে যুবতীদের গ্রীবার বা সম্মুখভাগের দিকে একবার তাকাই; কখনো মনে হয় নি যে একটু রাত বেশি জেগে থেকে একা একা গান গাই, পুরোনো সুর মনে ক'রে বুকটাকে ভিজিয়ে তুলি, বা নতুন সুর গুনগুন ক'রে বুকে কামড় খাই। বর্বররা আসার পর কখনো মনে হয় নি যে একবার পান ক'রে মত্ত হই, বা গভীর কিছু ভেবে ধ্যানস্থ হই; ইচ্ছে হয় নি যে একটু পাপ করি বা সাধ হয় নি যে একটু পুণ্য জমাই অন্য কোনো কালের জন্যে; মনে হয় নি যে-পথে হাঁটি নি সে-পথে একবার হেঁটে আসি, বা যেখানে কোনো পথ নেই সেখানে একটা নতুন রাস্তা বানাই। বর্বররা আসার পর আমরা ম'রেও

BanglaBook.org

যাই নি, বেঁচেও থাকি নি; বর্বররা আসার পর আমরা বেঁচেও থাকি নি, আবার ম'রেও যাই নি।

এমন সময় এমন অবস্থায় সেই যাদুকর আসে। কোথা থেকে এসেছিলো আমরা জানি না। তার যাদু আমাদের এতো মুগ্ধ করেছিলো যে আমরা সবাই বলাবলি করতাম যাদুকর এসেছে আকাশের নীল দরোজা খুলে; কারো মতে মাটির নিচে একটা সোনার জগত আছে সেখান থেকে; কারো মতে সমুদ্রের ভেতর থেকে এসেছিলো। আমরা, বর্বররা আসার পর, মুগ্ধ হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম; হারিয়ে ফেলেছিলাম রহস্য দ্বারা আলোড়িত হওয়ার ক্ষমতা। যাদুকর আমাদের ফিরিয়ে দেয় সেই শক্তি;—মুগ্ধ হওয়ার রহস্য অনুভব করার অলৌকিক শক্তি। জোয়ারের সাথেই তার তুলনা করা চলে। একটা জোয়ার আসে আমাদের বিমর্ষ জীবনে। যাদুকরকে আমরা কেউ কাছে থেকে দেখি নি, তাই তার মুখটি দেখতে কেমন ছিলো, বা চোখের রঙ কী ছিলো, বা চুলে তার কী রকম ঢেউ খেলতো, তা আমরা কেউ ঠিক মতো বলতে পারবো না। সে কাছে এলেও তাকে মনে হতো খুব দূরে; আবার দূরে থাকলেও মনে হতো বুকের কাছে। সে যখন হাসতো মনে হতো তার হাসিটি একেবারে আমার মুখের ওপর বা আমি নিজেই যেনো যাদুকর হয়ে হাসছি; পরমুহূর্তেই মনে হতো আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে সে, তার হাসিটি ভাসছে চাঁদের একপাশে বা মেঘের ভেতর। যাদুকর আমাদের কাছে ছিলো শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজালের মতো। তার মুখের দিকে তাকালে আমরা তার মুখে বর্বররা আসার আগে আমাদের পুকুরের টলটলে পানি, ঢেউ, মাছের ঘাঁই দেখতে পেতাম; দেখতাম তার মুকুটে ঝকঝক ক'রে উঠেছে আমাদের অনেক আগের দিনের উঠোন; নদী বয়ে চলছে শাঁইশাঁই ক'রে; একঝাঁক ইলিশ ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে ছুটে চলছে উজানে। তাকে দেখাই আমাদের চোখে ছিলো যাদু দেখা। তার হাতের লাঠির দিকে তাকিয়ে বুড়োরা বলতো যে স্বপ্ন অনেকটা ওই লাঠির রহস্যময় আন্দোলনের মতো ছিলো। সেই যাদুকর আমাদের গরিব পাড়াগাঁয়ে, বিষণ্ন শহরে, উশকোখুশকো মাঠে, বিবর্ণ বনে বনে যাদু দেখাতে লাগলো। সাড়া প'ড়ে গেলো দেশ জুড়ে। তার যাদুতে ঝিলিক দিয়ে উঠতো রহস্য ও বিস্ময়, শোভা ও স্বপ্ন ও আরো অনেক কিছু; আর আমরা ব্যাকুল বালকের মতো দাঁড়িয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখতাম তার যাদু। সে এ-মুহূর্তে হয়তো যাদু দেখাতো এক শহরে; পরমুহূর্তেই যাদু দেখাতো অন্য কোনো শহরে; অনেক সময় সে একই

BanglaBook.org

সময় যাদু দেখাতো নানা শহরে বা গ্রামে। যাদুকরেরা সাধারণত কোনো তাঁবুতে বা প্রেক্ষাগারে পরিকল্পিত পরিবেশের মধ্যে যাদু দেখিয়ে থাকে; কিন্তু সেই যাদুকর তাঁবুতে বা প্রেক্ষাগারে যাদু দেখাতো না। কখনো সে যাদু দেখাতে শুরু করতো চৌরাস্তায়; একে একে মানুষ জমতো, এক সময় রাস্তা উপচে পড়তো অভিভূত অসংখ্য মানুষে। মনে হতো রাস্তাঘাট, চারপাশের ঘরবাড়ি, যানবাহন অভিভূত হয়ে পড়েছে যাদুতে; তারা চ'লে গেছে কোনো স্বপ্নপুরীতে, যেখান থেকে তারা কোনো হারানো ধন মুখে ক'রে উঠে আসবে বাস্তবে। কখনো সে গ্রামের মেঠোপথে শুরু করতো খেলা দেখাতে। মাঠের কোনো রাখালের চোখে হয়তো প্রথম পড়তো সে; রাখাল যাদু দেখার জন্যে এগিয়ে আসতো তার দিকে, তারপর ধান, তরমুজ, সরষে, শব্জি ক্ষেত থেকে আসতো চাষীরা। তারা দেখতো যাদুকরের লাঠির ছোঁয়ায় আকাশ থেকে নেমে আসছে বিশাল তরমুজ; ওই দিকে পেকে উঠছে আমন ধান; নদী বয়ে চলছে গর্জন ক'রে; নৌকা ছুটে চলেছে; জাংলায় ঝুলছে লাউ; মাটির ওপর পেকে উঠছে মিষ্টি কুমড়ো। তার যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো চারপাশ; —চাষীরা, চাষীবউরা, মাঠের পশুরা। কিছুক্ষণ পর যখন যাদুর রেশ কেটে যেতো, তাদের চোখেমুখে লেগে থাকতো এক আশ্চর্য অতীতের চুমোর দাগ, না-দেখা ভবিষ্যতের সোনালি রঙ।

বহু দিন পর, বর্বররা আসার পর, সেই প্রথম আবার জীবন ফিরে এসেছে আমাদের জীবনে। যাদুকর যা সৃষ্টি করতো তা সত্য ছিলো না, কিন্তু আমাদের কাছে ছিলো সত্যের থেকেও সত্য। যাদুকর গর্জনশীল নদী বইয়ে দিতো আকাশে, সে-নদী সত্য ছিলো না; তার লাঠির আন্দোলনে ফুটে ওঠা ফুল, ফলে ওঠা ফল সত্য ছিলো না; কিন্তু আমাদের কাছে ছিলো সত্য। আমরা ওই নদীতে ডুব দিতাম, ওই ফুলের গন্ধে আমাদের নাসিকা ও রক্তকণিকা ভ'রে উঠতো; ওই সব ফলের স্বাদে আমাদের জিভ সুখী হতো। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা হয়ে উঠতাম আমরা। যাদুকর আসার পর, তার রহস্যময় যাদু দেখার পর, অমেকেই আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। স্বপ্ন দেখার প্রথম ভাগ্য হয়েছিলো এক চাষীর। সে স্বপ্ন দেখে যে তার রোগা গাভীটি একটি স্বাস্থ্যবান এঁড়ে বাছুর প্রসব করেছে; আর তার আঙুলের ছোঁয়ায় গাভীর বাঁট থেকে চারটি শুভ্র শিখার মতো নেমে আসছে দুধের ধারা। স্বপ্ন দেখেই সে উল্লসিত হয়ে ওঠে; পাশে শোয়া অসুস্থ স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে স্বপ্নের কথা বলে। স্ত্রী প্রথমে বুঝতেই পারে না তার

BanglaBook.org

স্বামী কী বলছে; তবে কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটি তারও পুরোপুরি অবোধ্য থাকে না। স্ত্রী তার স্বামীকে জানায় যে-গাভীর কথা তার স্বামী বলছে, সেটি অনেক আগেই মারা গেছে। এতে স্বামীটি দুঃখিত না হয়ে খুশি হয়ে ওঠে; কেননা যে-গাভী তার একদিন ছিলো, যা এখন আর নেই, সে-গাভীটিকে সে দেখতে পেয়েছে। যে-গাভীটি তার বুক জুড়ে ছিলো কিন্তু কোথাও ছিলো না, যাকে দেখার জন্যে তার রক্তে পিপাসা ছিলো, তাকে সে দেখতে পেয়েছে। স্বপ্নের ঘটনাটি পরের সকালেই আগুনের শিখার মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দিকে দিকে লোকজন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পথের পাশে ভাঙা কুঁড়েঘরে ঘুমিয়ে ছিলো এক ভিখিরি; সে দেখতে পায় এক আশ্চর্য স্বপ্ন। বস্তিতে ছেঁড়া চটের ওপর শুয়ে ছিলো এক ক্লান্ত শ্রমিক; সে এক স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠে। শহরের মধ্যবিত্ত বাড়িতে এক যুবক সারা রাত ঘুমোতে না পেরে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে; কিছু পরেই একটা রুইমাছ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। এক বুড়ো অনেক দিন ঘুমোতে পারছিলো না, সন্ধ্যায় যাদুকরের যাদু দেখে ঘুমিয়ে পড়ে; মাঝরাতে সে স্বপ্ন দেখে যে বনের মধ্যে কাঁদছে একটি হরিণ। এক কিশোরী স্বপ্ন দেখে যে আকাশে নীল চাঁদ উঠেছে। এক যুবতী স্বপ্ন দেখে যে সোনারঙের একটি ঘোড়া বিছানায় তার পাশে ঘুমিয়ে আছে। দিকে দিকে ঘটতে থাকে বিচিত্র স্বপ্নের ঘটনা; আর স্বপ্নই হয়ে ওঠে আমাদের বাস্তব। বর্বররা আসার পর আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নি; অজানালোক থেকে যাদুকর আসার পর আবার আমরা স্বপ্ন দেখতে থাকি।

যাদুকরের কিছু যাদু আমাদের কাছে লাগতো মধুর; তাতে আমরা বাঁশির সুর শুনতাম। পচনলাগা ধানখেতের আলে দাঁড়িয়ে সে দেখাতো তার আঙুল গজিয়ে উঠেছে ধানের ছড়া; তাতে ঝিকমিক করছে পাকা ধান। আমরা দৌড়ে গিয়ে তার হাত থেকে ছড়াগুলো নিয়ে ধান খুঁটে বের করতাম পুষ্ট শাঁস। কোনো শাঁসেই পচন লাগে নি। একের পর এক, অনবরত, ধানের ছড়া গজাতো তার দু-হাতের আঙুলে। বিচিত্র ধরনের ধান সব; সব ধানের নামও আমাদের জানা ছিলো না। যাদুকর আমাদের জানাতো অনেক আগে ওই সব ধান ফলতো আমাদের জমিতে; যে-ধানগুচ্ছ থেকে সুবাস বেরিয়ে আসছে, তার প্রচুর ফলন হতো পাশের খেতে; আর মুক্তোর মতো যে-ধানগুলো, তার রূপে এক সময় ঝলমল ক'রে উঠতো বিলের পর বিল। একটি শুকনো আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে যাদুকর; আমরা অপেক্ষায় আছি; আর অমনি গাছটির দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

দেখি লাল লাল পাতা গজিয়ে উঠছে গাছে, সবুজ হয়ে উঠছে পাতাগুলো, বাতাসে কাঁপছে। বোল ধরছে ডালে ডালে, আমাদের চোখ ভ'রে যাচ্ছে হলদে বোলের রঙে। যাদুকর চ'লে যাওয়ার পর গাছটি আবার পরিণত হতো শুকনো গাছে; কিন্তু আমরা ওই গাছের দিকে তাকিয়েই বিভোর হয়ে থাকতাম। দীর্ঘশ্বাসে বুক ফুলে উঠতো।

আমাদের ছোটো দেশটিতে বর্বররা আসার পর যেখানে কোনো স্বপ্ন ছিলো না, সেখানে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে; যেখানে কোনো গান ছিলো না, গান গাওয়া শুরু হয়েছে; যেখানে কোনো স্মৃতি ছিলো না, সেখানে স্মৃতি জেগে উঠতে শুরু করেছে। যাদুকরের মধুর যাদু তখন আমাদের আলোড়িত করছে, জাগিয়ে তুলছে। যাদুকর একদিন আমাদের দেখালো এমন ভয়ানক যাদু, যা আমরা আশা করি নি। চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে তার অন্য রকম রহস্য। ভিড় জমতে শুরু করেছে। নতুন কোনো রহস্য দেখার জন্যে অন্য রকম হয়ে উঠেছে সকলের চোখমুখ। কিন্তু অল্প পরেই এক ভয়ঙ্কর যাদু দেখে আমরা সবাই আর্তনাদ ক'রে উঠলাম। যাদুকর তার দু-হাত উঁচিয়ে দেখালো তার হাত বনের পাখির মতোই মুক্ত; কিন্তু পরমুহূর্তেই সবাই দেখলাম তার হাত দুটি শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত হাত দেখে বুক থেকে আমাদের অজ্ঞাতে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। যাদুকরের ওই হাতে, বিদ্যুৎশিখার মতো ওই হাতে, কেউ শেকল দেখার কথা ভাবতেও পারে নি। তার এতো দিনের যাদুগুলোর মধ্যে এটাই যেনো সবচেয়ে অভাবিত। যাদুকর লাফিয়ে তার মুক্ত পা দুটি দেখালো। একটু পরেই সবাই দেখলাম তার পা দুটিও শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত যাদুকর চৌরাস্তায় লুটিয়ে পড়লো। সবাই চিৎকার ক'রে যাদুকরের দিকে ছুটতে যাচ্ছিলো; কিন্তু সবাই দেখলো তাদের পা শৃঙ্খলিত; ওপরের দিকে হাত তুলে চিৎকার করতে গিয়ে সবাই দেখলো তাদের সকলের হাতই শৃঙ্খলিত; শরীর শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত অবস্থায় চৌরাস্তায়, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম থেকে আসা রাস্তায় তারা প'ড়ে রইলো। তখন যারা ওখানে ছিলো না, তারাও হঠাৎ রূঢ় আঘাতে চমকে উঠলো। মাঠে চাষ করছিলো চাষী; হঠাৎ তাদের হাত থেকে লাঙল খ'সে পড়লো; তারা দেখলো তাদের হাতে শেকল, এগোতে গিয়ে দেখলো পায়ে শেকল। মাঝি নৌকো বেয়ে চলছিলো নদী দিয়ে, হঠাৎ হাত থেকে বৈঠা খ'সে পড়লো; তারা দেখলো তাদের হাতে শেকল, পায়ে শেকল। মজুররা কাজ করছিলো ইটখোলায়; তাদের মাথা থেকে ইটের বোঝা প'ড়ে গেলো; তারা দেখলো তাদের হাতে

BanglaBook.org

শেকল, পায়ে শেকল। শ্রমিকরা দেখলো তাদের হাতে শেকল, পায়ে শেকল। শিশুরা পাঠশালায় অ-তে অজগর, আ-তে আম ব'লে পাঠ মুখস্থ করছিলো; তারা হঠাৎ দেখলো তাদের হাতেপায়ে অজগরের মতো শেকল উঠেছে। শেকলের ভারে তারা বেঞ্চ থেকে লুটিয়ে পড়লো। সব ধরনের বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা দেখলো তাদের হাতে শৃঙ্খল, পায়ে শৃঙ্খল। বিভিন্ন কর্মস্থলে কাজ করছিলো যারা, তারা হঠাৎ দেখলো কলম খ'সে পড়েছে হাত থেকে, তার ওই হাতে শেকল; পা নাড়তে গিয়ে দেখলো পায়ে শৃঙ্খল। আকাশে উড়ে যাচ্ছিলো বক, বালিহাঁস; ডালে বসেছিলো দোয়েল, ময়না; হঠাৎ পাখিদের ডানা জড়িয়ে পড়লো শেকলে; আর তারা উড়াল থেকে, ডালে বসা থেকে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। একটি কোকিল গান ধরেছিলো; তার গলায় শেকল এতো শক্ত হয়ে জড়ালো যে গানের বদলে তার গলা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। আমরা আমাদের ছোটো দেশের ছোটো আকাশে একটি বড়ো শৃঙ্খল ঝুলতে দেখলাম আমরা। দেখলাম আকাশে মেঘেরা শৃঙ্খলিত; কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যের আলো ক'মে এলো, দেখলাম আমাদের সূর্যকে ঘিরে একটা শৃঙ্খল।

ওই শৃঙ্খলিত অবস্থা বেশিক্ষণ ছিলো না, কয়েক মুহূর্তেই যাদুকর বিদ্যুতের মতো হাত-পা নাড়লো; তার শৃঙ্খল হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। যাদুকর নতুন ধরনের রহস্যময় হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চৌরাস্তায়, নানান রাস্তায়, দেশ জুড়ে, চাষী, মাঝি, মজুর, শ্রমিক, বিদ্যার্থী, নারী, পুরুষ, পাখি ও প্রাণীর হাত-পা-শরীর থেকেও খ'সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো শৃঙ্খল। যে যার পথে চ'লে গেলো, কিন্তু সকলের হাতপায়ে লেগে রইলো অদৃশ্য শেকলের দাগ; যে যার কাজে নিবিষ্ট হলো, কিন্তু সকলের হাতে পায়ে ঝুলে রইলো একটা অদৃশ্য শেকলের ভার। এরপর আমরা সবাই হাতে পায়ে শরীরে একটা ভার বইতে লাগলাম। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই মনে হতো শেকলটা যেনো শক্ত হয়ে উঠছে, হাতপা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। শব্দও শুনতে পেতাম শেকলের। কিছুদিনের জন্যে যাদুকর অদৃশ্য হয়ে গেলো; তাকে কোথাও দেখতে পাই না। কিন্তু তার কথা মনে হ'লেই শেকলটাকে পাই। বাজারে যাচ্ছি, যেই একটু আনমনা হয়েছি, অমনি টের পাই হাতে শেকল; পা ফেলতে যাচ্ছি, কেমন অসুবিধা লাগছে, টের পাই পায়ে শেকল। চাষীরা চাষ করছে, মনে হচ্ছে পা আর চলছে না; তাকিয়ে দেখে পায়ে শেকল; ধান কাটছে, হাত চলছে না; তাকিয়ে দেখে হাতে শেকল। পরমুহূর্তেই নেই। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকেরা বিদ্যাচর্চায় রত, হঠাৎ

BanglaBook.org

দেখতে পায় হাতেপায়ে শেকল; আবার নেই। জেলে, মাঝি, শ্রমিক কাজ করছে, টের পায় হাতেপায়ে শেকল ঝুলছে; আবার নেই। শয্যায় নারীকে কাছে টানতে গিয়ে মনে হয় শেকলে বাঁধা প'ড়ে আছি; তাকে কাছে টানতে পারছি না। প্রেমিক নির্জনে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখে হাত শৃঙ্খলিত; সে জড়িয়ে ধরতে পারছে না; চুমো খেতে গিয়ে টের পায় তার ওষ্ঠও শৃঙ্খলিত। সে-দিনের যাদুর পর মুহুর্মুহু আমরা হাতে পায়ে একটা অদৃশ্য শেকল অনুভব করতে লাগলাম; বইতে লাগলাম একটি ভারী ভয়াবহ শেকলের ভার। একে অন্যের সাথে দেখা হ'লেই আমরা শুধু শেকলের কথা বলতাম।

আমরা যখন আমাদের অদৃশ্য শেকল নিয়ে ব্যস্ত, শৃঙ্খল যখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠছে, তখন একদিন আবার চৌরাস্তায় দেখা গেলো যাদুকরকে। তার চারদিকে জমতে লাগলাম আমরা। তার মুখে অন্য ধরনের হাসি; আর আমাদের চোখমুখেও এমন এক অচেনা অভিব্যক্তি, যা আগে আমাদের, বর্বররা আসার পর, কখনো ছিলো না। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত বোধ করছিলাম; ভাবছিলাম আমাদের মুখে কী ক'রে এলো ওই অভিব্যক্তি, আর ওই অভিব্যক্তির তাৎপর্যই বা কী? যা আমরা বুঝতে পারছিলাম না অথচ যা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো আমাদের অবয়ব থেকে, তা হয়তো বুঝতে পারছিলো যাদুকর। এমনও হ'তে পারে যে আমাদের চোখমুখের ওই অভিব্যক্তিও ছিলো অজানা থেকে আসা যাদুকরেরই যাদু। এবার সে যে-যাদু দেখালো, তা আরো অভাবিত ও উল্লাসজনক। যাদুকর আমাদের তার পায়ের দিকে তাকাতে বললো; আমরা দেখলাম তার বিদ্যুতের মতো পায়ে শৃঙ্খল। আমাদের সে তার হাতের দিকে তাকাতে বললো; আমরা দেখলাম তার বিদ্যুতের মতো হাতে শৃঙ্খল। তারপর যাদুকর আমাদের তাকাতে বললো নিজেদের হাতের দিকে, তাকিয়ে দেখি আমাদের হাতে শেকল; যাদুকর আমাদের তাকাতে বললো নিজেদের পায়ের দিকে, তাকিয়ে দেখি আমাদের পায়ে শেকল। তারপর যাদুকর তার শৃঙ্খলিত বিদ্যুতের মতো হাত মাথার ওপর উঁচিয়ে যেই মোচড় দিলো, অমনি ঝনঝন ক'রে খানখান হয়ে গেলো অজগরের মতো শৃঙ্খল। আমরাও তার সাথে সাথে মাথার ওপর আমাদের হাত তুলে মোচড় দিতেই টুকরোটুকরো হয়ে গেলো আমাদের হাতের শেকল। যাদুকর লাথি দিতেই তার বিদ্যুতের মতো পায়ের শৃঙ্খল ঝনঝন ক'রে খানখান হয়ে গেলো। আমরাও তার সাথে সাথে লাথি ছুঁড়লাম, ঝনঝন

BanglaBook.org

ক'রে টুকরোটুকরো হয়ে গেলো আমাদের পায়ের শেকল। চৌরাস্তায়, পথে পথে, মাঠে মাঠে, বাজারে বাজারে, সব বিদ্যালয়ে, নদীতে নদীতে, ধানখেতে, কারখানায় বাজতে লাগলো শৃঙ্খল চুরমার হওয়ার শব্দ। আমরা বারবার হাত উঁচিয়ে মোচড় দিতে লাগলাম, লাথি ছুঁড়তে লাগলাম, আর এক অভিনব বাদ্যঝংকারের মতো বাজতে লাগলো শেকল চুরমার হওয়ার শব্দ। অমন মধুর, মহান, শিল্পরহস্যময় ধ্বনি আগে আমরা কখনো শুনি নি। আমাদের ছোটো দেশটি ভ'রে সমুদ্রের গর্জনের মতো, বাদ্যসমবায়ের ঝংকারের মতো সেই শেকলভাঙার ধ্বনির ঢেউ উঠতে লাগলো। আমাদের হাতপা ভারহীন হয়ে উঠলো। বর্বররা আসার পর এমন নির্ভার আমরা কখনো বোধ করি নি।

পরদিনই যাদুকরের লাশ পাওয়া গেলো শহরের চৌরাস্তায়। বর্বরদের একটি বিশাল ছুরিকা আমূল গাঁথা যাদুকরের হৃৎপিণ্ডে।

আমরা আবার ময়লা হয়ে উঠলাম, আমাদের ঘরবাড়িগুলো হয়ে উঠলো রোগা শালিখের মতো; শস্যের কণায় আবার পচন ধরলো। আমাদের ছোটো দেশটিকে আবার মনে হ'তে লাগলো দোমড়ানো বুটের মতো। স্বপ্ন দেখা ভুলে গেলাম আমরা। আমরা বেঁচে রইলাম, তবুও বেঁচে রইলাম না; আমরা ম'রে যাই নি, তবুও আমরা বেঁচে নেই। ঘরের দিকে ফিরতে আর আমাদের সুখ লাগে না; শিশুদের চিবুক ধ'রে আদর করতে আমাদের সুখ লাগে না; নারীদের কাছে টানি না, তাদের বুকে মুখ রাখতে আমাদের সুখ লাগে না। আমরা আবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম একই কথা। কারো সাথে দেখা হ'লেই বলতে লাগলাম, 'নদী শুকিয়ে যাচ্ছে', 'আকাশে বাঁশি বাজে না', 'বহু দিন মেলায় যাই নি', 'পুকুরে কি আবার মাছ দেখা দেবে?' যাদুকরের কথা, খুবই গোপনে, বলতো কেউ কেউ; তার কথা মনে হ'লে তার বুকে-গেঁথে-থাকা ছুরিকাটিকে মনে পড়তো আমাদের। কোথা থেকে এসেছিলো সেই যাদুকর, যে আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো? স্বপ্নের মতো সত্য আর সত্যের মতো স্বপ্ন দেখানোর জন্যে সে আবার কবে আসবে?

১৯৯০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জঙ্গল, অথবা লাখ লাখ ছুরিকা

সচিত্রকরণ অশোক কর্মকার

জন্মের পর চারপাশের সব কিছুই আমার ভালো লেগেছিলো। মায়ের মুখ, ধাইয়ের ভাঙা গাল, রশুনের ঘ্রাণ, আমের চলায় লাল আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার ঘোলাটে গন্ধ আমার খারাপ লাগে নি, যেমন আজো খারাপ লাগে না। খুব ছোটোবেলার কথাও আমার বেশ মনে পড়ে, মনে পড়লেই ভালো

লাগার কথাই বেশি মনে পড়ে, এবং ভালো লাগার কথা মনে পড়লেই আমার ভালো লাগে। যে-ভিখিরিটি ময়লা টুপি প'রে লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের বাকিবেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতো, উঠোনে খুব খুঁড়িয়ে হাঁটতো, আমি জানতাম সে খোঁড়া নয়, তাকে আমি আমাদের ইস্কুলের সড়কে দৌড়োতে দেখেছি, তাকেও আমার খুব ভালো লাগতো; ভালো লাগতো বেগুনডালের টুনটুনি দুটিকে; যে-গরুটি মাঠে গিয়ে আর ফিরে আসতে চাইতো না, সেটিকে ভালো লাগতো; আমাদের পাশের বাড়ির নতুন বউটি, যে গোশল করতে ঘাটে যাওয়ার সময় আমাকেও নিয়ে যেতো, আমাকে ঘ'ষে ঘ'ষে গোশল করিয়ে দিতো, যে আমাকে লাগিয়ে দিতে বলতো তার ব্লাউজের টিপবোতাম, তার বুক অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে আমার ভালো লাগতো। আমি যে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতাম এটাও তার ভালো লাগতো, এবং তাকে আমার তখন সবচেয়ে ভালো লাগতো। জঙ্গল সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। রাড়িখালে জঙ্গল কেনো গাছপালাও বেশি ছিলো না; তবু ছোটোবেলা থেকেই আমার মনে জঙ্গল সম্পর্কে একটা ভয় জন্ম নেয়। মায়ের কাছে জঙ্গলের রূপকথা শোনার ফলেই হয়তো এমন হয়; ওই সব রূপকথায় জঙ্গলের কথা খুব থাকতো, এবং জঙ্গল থাকলেই থাকতো রাক্ষস, আর নানা রকম ভয়ঙ্কর জন্তু। তাদের কারো ছিলো দীর্ঘ ধারালো দাঁত, কারো হিংস্র নখর; তাদের কাজ নির্বিচারে অন্যকে আক্রমণ করা, অন্যের রক্ত খাওয়া। জঙ্গলের কথা মনে হ'লেই দেখতে পেতাম রাক্ষস ছুটে আসছে, তার দাঁতে ঝুলছে কোনো নিরীহ মানুষ; সাপ ছোবল দিচ্ছে, বাঘ লাফিয়ে পড়ছে হরিণের ওপর, ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ছুটে আসছে শুয়োর, হায়েনা চিৎকার করছে। জঙ্গলের সমস্ত জানোয়ারের নাম আমি জানতাম না, আজো জানি না; কিন্তু জঙ্গল আমার কাছে জানোয়ারের রাজ্য। ছেলেবেলায়ই ঠিক করেছিলাম আমি কখনো জঙ্গলে যাবো না।

কিন্তু ছোটোবেলায়ই একদিন দেখতে পাই যে আমি জঙ্গলেই বাস করছি; আমাকে, এবং আমাদের, ঘিরে আছে একটি বড়ো জঙ্গল; তাতে উদ্যত হয়ে আছে জংলি পশুদের থেকেও অনেক হিংস্র অসংখ্য পশুর নখ আর দাঁত। এটা আমি প্রথম টের পাই আমাদের ঘরেই। বাবা কখনো আমাকে কোলে নেন নি; এমনকি আমাদের যে-খুব মিষ্টি একটি ছোটো বোন ছিলো, তাকেও বাবা কখনো কোলে নেন নি; তার মুখের দিকেও একবারও মুগ্ধ হয়ে তাকান নি। তবে বাবা যে খুব নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন, তা

BanglaBook.org

নয়; কিন্তু তার মুখেই আমি প্রথম একটা জানোয়ার দেখতে পাই। আমি সুবোধই ছিলাম, এজন্যে আমার কিছুটা আদর প্রাপ্য ছিলো; কিন্তু সেটা আমি বাবার কাছ থেকে পাই নি। বাবার কোলে ওঠার অনেক ইচ্ছে হয়েছে আমার, কিন্তু তা কখনো মেটে নি। বাবা একবার আমাকে ঘরে টাঙানো তার জামার পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা আনতে বলেন; আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সেটি নিয়ে আসি, কিন্তু প্যাকেটটা বাবার হাতে দিতে গিয়ে পা পিছলে পড়ি। আমি ভেবেছিলাম বাবা আমাকে আদর ক'রে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, কিন্তু বাবা আমার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় কষিয়ে দেন। তখনই আমি আমার চারপাশে প্রথম একটা বিশাল জঙ্গল দেখতে পাই, আমার সামনে দেখতে পাই একটা রাক্ষস। এরপর মাঝেমাঝেই বাবার মুখে আমি কোনো-না-কোনো পশুর মুখ দেখতে পেতাম। মাও ছিলেন একটা চমৎকার নিরীহ কেঁই কেঁই করা পশুর মতো। বাবা যখন ছোটো বোনটিকে, বা মাকেই মারতেন, তখন মা আমাদের জড়িয়ে ধ'রে কেঁই কেঁই করতেন; আমার মনে হতো জঙ্গলে একটা বড়ো পশুর মুখোমুখি একটা অসহায় পশুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'সে আছি আমরা কয়েকটি পশুর বাচ্চা।

বাড়ির বাইরে জন্তুর মুখোমুখি হ'তে আমার দেরি হয় নি। আমাদের গ্রাম ভ'রেই ছিলো পুকুর, পুকুরে ছিলো আমাদের স্বপ্নের মতো নানা রকম মাছ। কেউ একটা নলা, বা বোয়াল, বা কালিবাউশ ধরতে পারলে খুব আনন্দের চিৎকার শোনা যেতো। আমি কখনো মাছ ধরতে যাই নি, মাছ ধরার কাজ ছিলো আমাদের চাকরটির। কিন্তু মনে মনে আমার মাছ ধরার সাধ হতো, এবং আমার সাধের কথা জেনেই হয়তো একবার একটি মাছ আমার সামনে লাফিয়ে ওঠে। কার্তিক মাসে তখন পানি ক'মে সড়ক জেগে উঠেছে; আমি সড়ক দিয়ে বইশ্লেট হাতে নিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছি; এমন সময় আমার সামনে সড়কে একটা রুই লাফিয়ে ওঠে। সড়কটি পাশে বেশি ছিলো না, আরেকটি লাফ দিতে পারলেই রুইটি ওপাশের পানিতে গিয়ে পড়তো; কিন্তু আমি রুইটি দেখেই আমার স্বপ্নকে দেখতে পাই, বইশ্লেট ছুঁড়ে ফেলে মাছটিকে জড়িয়ে ধরি। ওই বয়সে মাছটিকে জড়িয়ে ধরা আমার জন্যে সহজ কাজ ছিলো না, ওর শক্তি আমার চেয়ে কম ছিলো না; কিন্তু আমি বারবার জড়িয়ে ধ'রে ওটিকে নিস্তেজ ক'রে দিই। মাছটি হয় আমার। কিন্তু যেই আমি মাছটি জড়িয়ে ধ'রে বাড়ির দিকে পা বাড়াই, আমার সামনে একটি জানোয়ার এসে উপস্থিত হয়। পশ্চিম পাড়ার তোতা

BanglaBook.org

মিয়া, যাকে দেখলে আগে থেকেই আমার চোখে শুয়োর শুয়োর ধরনের একটা জন্তুর মুখ ভাসতো, সে আমার বুক থেকে মাছটি কেড়ে নেয়। 'অই, তুই মাছ ধরলি ক্যান; ব'লে সে আমাকে ধমক দেয়; যেনো আমি তার নিজের মাছটি ধরেছি। সে মাছটির কানশা ধ'রে তার বাড়ির দিকে চ'লে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে একটা বিশাল জঙ্গলে প'ড়ে থাকি, একটা প্রকাণ্ড শুয়োরের অন্তহীন ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনতে থাকি; আমাকে ঘিরে একটা বিশাল জঙ্গলব্যাপী শুয়োরের অন্তহীন ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ উঠতে থাকে।

যতোই বড়ো হ'তে থাকি ততোই আমি নানা চেহারা, নখ, আর দাঁতের জন্তুদের মুখোমুখি হ'তে থাকি; বুঝতে পারি আসলে আমি জঙ্গলেই রয়েছি। জঙ্গলে যাবো না ব'লে আমি স্থির করলেও জঙ্গলই এসে আমাকে, ও আমাদের, ঘিরে ফেলে। একবার এক স্যার অকারণে আমাকে বেত মেরেছিলেন, আমার কোনো দোষ ছিলো না; স্যার চেয়ারে ব'সে ঝিমোতে শুরু করলে কুক্কুরুৎ কু ব'লে ডেকে উঠেছিলো রহমান; কিন্তু স্যার চেয়ার থেকে ছুটে এসে আমাকে বেত মারতে শুরু করেন। আমি তার মুখে একটা ছোটো পশুর মুখ দেখতে পাই; একটা জঙ্গল জেগে ওঠে ক্লাশ জুড়ে। একবার লঞ্চে ক'রে আপাকে দেখতে যাচ্ছিলাম, আমি অনেক আগে গিয়ে কেবিনে বসেছি যাতে ব'সে যেতে পারি; লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগে কেবিনে একটা দারোগা ঢোকে, ঢুকেই আমাকে ধমক দিয়ে টেনে উঠিয়ে নিজে ব'সে পড়ে। আমি একটা প্রকাণ্ড শুয়োরের মুখোমুখি কাঁপতে থাকি, ওর নখ আর দাঁত দেখে দৌড়ে বাইরে যাই; মনে হয় আরেকটুকু সেখানে থাকলে শুয়োরটি আমার ভেতরে তার নখ ঢুকিয়ে দেবে। আমি একটি জঙ্গলে পরিবৃত হয়ে পড়ি। লঞ্চটিকে আমার শ্বাপদ সরীসৃপপূর্ণ একটি ঘন জঙ্গল ব'লে মনে হয়; ইচ্ছে হয় নদীতে লাফিয়ে প'ড়ে নিজেকে বাঁচাই। আমাদের বিলের ভিটেয় সেবার একটি বড়ো লাউ ধরেছিলো, আমিই ওই গাছটির বীজ বুনেছিলাম ব'লে লাউটির জন্যে আমার খুব মায়া লেগে গিয়েছিলো; এমনকি বাবাও মাঝেমাঝে লাউটি অন্যদের দেখিয়ে আমার প্রশংসা ক'রে বলতেন যে গাছটি আমি লাগিয়েছি। বাবা যখন কাউকে একথা বলতেন, আমার শুনতে খুব ভালো ও খুব লজ্জা লাগতো; বাবাকে আমার তখন অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো। সম্ভবত দেবতারা অমন সুন্দর হয়ে থাকে। বাবার মুখে যে আমি পশুর মুখ দেখেছিলাম, তা আমি তখন ভুলে

BanglaBook.org

যেতাম। আমি মাঝেমাঝেই ভিটেয় গিয়ে লাউটি দেখতাম। একদিন দেখি পাশের ভিটের লোকটি আমার লাউটি ছিঁড়ে নিচ্ছে; আমি চিৎকার ক'রে উঠতেই সে তার হাতের কাস্তেটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার মুখে আমি একটা বাঘ দেখতে পাই, সারা আড়িয়ল বিল আমার চোখের সামনে একটা জঙ্গল হয়ে ওঠে; আমার দিকে কাস্তের মতো নখর এগিয়ে আসতে থাকে।

শুধু যে আমার দিকেই জন্তুরা নখর উদ্যত করতো, তা নয়; আমি দেখেছি চারদিকেই জন্তুরা নখর বাড়াচ্ছে, দাঁতে অন্যের মাংস ছিঁড়ে ফেলছে, অন্যের মাংসে পুষ্ট হয়ে উঠছে। জন্তুরা যে শুধু পেট ভরানোর জন্যেই থাবা দিতো, তা নয়; তারা যে থাবা দিতে পারে, থাবা দেয়ার জন্যেই যে তারা জন্মেছে, তাদের থাবা সহ্য করার জন্যেই যে অন্যদের জন্ম হয়েছে, এটা দেখানোর জন্যেও তারা থাবা দিতো, যখনতখন থাবা দিতো। থাবা দেয়া তাদের গৌরব। আমার মামা অমন এক জন্তু ছিলেন। মামা জন্তু হিশেবে ছিলেন সিংহ, তার পাশে অন্যরা ছিলো ছোটো ছোটো জন্তু; অধিকাংশই ছিলো মেষ। মামার কাছে আমি বিশেষ যাই নি; যদিও মামা আমাকে দেখলেই দেবতা হয়ে উঠতেন, খুব আদর ক'রে কাছে ডাকতেন; আমি যে সব পরীক্ষায় প্রথম হই, যদিও আমি সব পরীক্ষায় প্রথম হই নি, তা ওদের জানিয়ে দিতেন; ওরা লেজ নেড়ে মামার কথায় মাথা নাড়তো। একদিন আমি মামার বাংলাঘরে উঁকি দিতেই দেখি মামা চেয়ার থেকে উঠে এসে মাটিতে কাতর ভঙ্গিতে ব'সে থাকা লোকটিকে লাথি মারছেন। ওই লোকটি তার সামনে তখন কোনো জন্তু দেখতে পায় নি, সে একজন মান্যগণ্য লোকই দেখতে পেয়েছে; কিন্তু আমি দেখতে পাই যে মামার দাঁত বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে, তার মাথায় কেশর উঁচু হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে তিনি সিংহ হয়ে উঠেছেন। আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষককে একবার গ্রামের লোক প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলো, গ্রামের মানুষ ভালোবেসে একটি মানুষকে জানোয়ার ক'রে তুলেছিলো। তিনি ছিলেন আমাদের সবচেয়ে ভালো স্যার, মানুষও ছিলেন সবচেয়ে ভালো; কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমি দেখতে পাই আমাদের ওই স্যার আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড়ো জানোয়ার হয়ে উঠেছে। একটি ছোট্ট ঘটনায়ই আমি তা টের পাই। স্যারের বাসায় আমি প্রাইভেট পড়তে যেতাম, আগে আমাকে যত্নের সাথে পড়াতেন; কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই বলতেন, 'কাল আসিস।' তখন তার মুখে একটা পশু পশু ভাব

BanglaBook.org

জেগে উঠতো। একদিন একটি গরিব লোক তার কাছে রেশন কার্ডের জন্যে কাকুতিমিনতি করতে এলে তিনি চেয়ারে ব'সেই লোকটির মুখে লাথি মারেন। লোকটি উল্টে নিচে প'ড়ে যায় ব'লে সে কোনো জানোয়ার দেখতে পায় নি; কিন্তু আমি আমার মুখোমুখি একটি জন্তুকে দেখতে পাই। দেখি চারদিক ঘন জঙ্গলে ছেয়ে গেছে, একটি জন্তুর সামনে আমি ব'সে আছি, জন্তুটি আমাকে জ্যামিতি পড়াচ্ছে।

একের পর এক জন্তুর মুখোমুখি হ'তে হ'তে এক সময় আমি অনুভব করি যে আমার ভেতরে কী যেনো ঘটছে, মনে হ'তে থাকে আমার ভেতরে শক্ত লোহা জন্ম নিচ্ছে; আমার ভেতরে একটি লোহার খনি গ'ড়ে উঠছে। আগে জন্তুর মুখোমুখি আমি লাউডগার মতো নরম হয়ে উঠতাম, কিন্তু নবম শ্রেণীতে ওঠার পর বোধ করি আমার রক্তে শক্ত ধারালো কী যেনো বইতে শুরু করেছে। রক্তনালিতে তরল রক্তের বদলে শক্ত ধারালো বস্তুর প্রবাহে আমি উল্লাস বোধ করি, বুঝতে পারি এ-জঙ্গলে বেঁচে থাকার জন্যে আমার ভেতরে কিছু একটা সৃষ্টি হয়ে চলছে। তখন থেকে আমার ভয় করতে থাকে, রক্ত আগে যেমন সহজেই কাঁপতে শুরু করতো, তার সে-কম্পন ক'মে তা শক্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; কিন্তু আমি তখনো জানি নি আমার ভেতরে কী জন্ম নিচ্ছে। একবার বাজারে একটা লোক খামোখাই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আগে হ'লে আমি চুপ ক'রে উঠে আমার কাপড় পরিষ্কার করতাম, তারপর মাথা নিচু ক'রে মায়ের জন্যে পেঁয়াজরসুন কিনতাম; কিন্তু সেদিন খপ ক'রে আমি তার লুঙ্গিটা ধ'রে ফেলি, তার দিকে স্থির চোখে তাকাই। লোকটি আমার চোখে কী যেনো দেখতে পায়। সে কি দেখতে পায় যে আমার চোখে ঝকঝক ক'রে উঠেছে রাশিরাশি ছুরিকা? আগে হ'লে লোকটি আমাকে আরেকটি ধাক্কা দিয়ে চ'লে যেতো; কিন্তু এবার সে আমাকে টেনে তোলে, আমার হাত ধ'রে মাফ চায়। সে মাফ চাওয়ার সময় বারবার আমার চোখের দিকে তাকায়; সেখানে সে নিশ্চয়ই একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছিলো; কিন্তু আমি দেখতে পাই নি, যেহেতু নিজের চোখ নিজে দেখা যায় না।

তবে তারপর আমি বুঝতে পারি আমার রক্তে ছুরিকা বয়ে চলেছে, এ-জঙ্গলে বেঁচে থাকার জন্যে যা খুব দরকার। তারপর যখনি কোনো পশু আমাকে আক্রমণ করেছে, বা করতে উদ্যত হয়েছে, তখনি আমার আঙুল, মুঠো, বাহু, চোখ থেকে একের পর এক, লাখ লাখ, ছুরিকা বেরিয়ে আসতে থাকে; আলোতে ও অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিতে

BanglaBook.org

থাকে। ছুরিকার মুখোমুখি কোনো জন্তু দাঁড়াতে পারে না। ওই ছুরিকা আমার খুব বেশি ব্যবহার করতে হয় নি আমার উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত, কেননা তখনো আমি খুব ভয়ঙ্কর জন্তুর মুখোমুখি বিশেষ পড়ি নি। আমার প্রায় সমস্ত ছুরিকার প্রয়োগ দরকার হয়ে পড়ে যখন আমি বিশ বছরে পড়েছি, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। তখন একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়, যার পাশে এলে আমার সমস্ত অস্তিত্ব টলমল করতে থাকতো; আমি আমার নিশ্বাসের চেয়েও কোমল হয়ে উঠতাম। সে এতো সুন্দর ছিলো যে আমি তাকে ছুঁতেও ভয় পেতাম, পাছে সে আমার ছোঁয়ায় ময়লা হয়ে ওঠে। আমি ছেলেবেলায় যেমন ঝকঝকে পেতলের প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, ময়লা হয়ে যাবে ভেবে ছুঁতাম না; একবার খুব লোভে প'ড়ে ছুঁতেই প্লেটটি ময়লা হয়ে যায়; তেমনি ময়লা হওয়ার ভয়ে তাকেও ছুঁতাম না, যদিও সে আমার হাত ধ'রে ব'সে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করতো। একবার তারই কথায় আমি তাকে নিয়ে শহর থেকে দূরে যেতে রাজি হই; আমরা শহরের একপ্রান্তে একটি উদ্যানে যাই। সেটা উদ্যান ছিলো, জঙ্গল ছিলো না; কিন্তু সেখানেই আমার জীবনের প্রথম বড়ো জঙ্গলটি দেখা দেয়। অতো সুন্দর উদ্যানে আমি আগে কখনো যাই নি, অতো সুন্দর উদ্যানে অতো সুন্দরের হাত ধ'রে অতো সুন্দরের পাশে আমি কখনো বসি নি। তার মুঠোতে যখন আমি উদ্যানের সবচেয়ে কোমল ফুলটির থেকেও বেশি কাঁপছিলাম, তখন জন্তুরা দেখা দেয়। দুটি জন্তু এসে দাঁত বের ক'রে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; একটি আমার দিকে নখর বাড়িয়ে দেয়, আরেকটি তার দিকে থাবা দেয়। আমি দেখতে পাই উদ্যানটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে, দুটি শুয়োর আক্রমণ করেছে আমাদের; একটি ময়লা করতে উদ্যত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে। তখন আমার ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে লাখ লাখ ছুরিকা। প্রথমে আমার রক্ত ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়ে ওঠে, সে-ইস্পাত ছুরিকা হয়ে আমার বাহুতে, মুঠোয়, চোখে, মুখে ঝকমক ক'রে ওঠে। আমি ছুরিকা চালাতে থাকি, একের পর এক ছুরিকা চালাতে থাকি;—শতো শতো, হাজার হাজার, লাখ লাখ ছুরিকা চালাতে থাকি। ছুরিকার আক্রমণে জন্তুরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; একটি জন্তু রক্তাক্ত পালিয়ে যায়, আরেকটিকে আমি ছুরিকায় ছিঁড়েফেড়ে ফেলি। ওই জঙ্গলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের পায়ের নিচে আমি একটি রক্তাক্ত মৃত জন্তুকে বিছিয়ে দিই। সৌন্দর্য আমাকে জড়িয়ে ধ'রে টলমল করতে থাকে। জঙ্গলে সৌন্দর্যকে অম্লান রাখতে হ'লে ছুরিকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই ব'লে আমার মনে হয়।

BanglaBook.org

এরপর ছুরিকা চালাতে আমি আর দ্বিধা করি নি। আমি যে জঙ্গলে বাস করি, আমাকে ও আমার মতো অন্যদের যে ঘিরে আছে বিচিত্র ধরনের পশু, তা আমি কখনো ভুলি নি; এবং যখনি দরকার হয়েছে তখনি আমার চোখমুখমুঠোতে ঝকমক ক'রে উঠেছে লাখ লাখ ছুরিকা। জন্তু, সেটি যতো হিংস্র বা বলবানই হোক, ছুরিকার মুখোমুখি খুব অসহায় বোধ করে; ওরা থাবা দেয় মেষ বা ছোটো জন্তুদের শরীরে। আমি প্রথমে যে-অফিসে কাজ নিয়েছিলাম, তার প্রধানটি ছিলো একটা বড়ো মোটা জন্তু; প্রতিদিনই সে কারো না কারো মাংস খেতো। তার দাঁতে সব সময় রক্ত লেগে থাকতো। আমি নতুন যোগ দেয়ার পর আমার মাংস খাওয়ার জন্যেও একদিন সে দাঁত বাড়ায়; বাড়িয়েই দেখে সে কয়েক হাজার ছুরিকার মুখোমুখি প'ড়ে গেছে, আর অমনি জন্তুটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খুব সুন্দর একটা দেবতা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আমি তার টেবিলে একটি ছুরিকা গেঁথে রেখে বেরিয়ে আসি, এবং এরপর যতোবারই আমি তার কক্ষে গেছি, দেখেছি ছুরিকাটি তার টেবিলে গেঁথে আছে, জন্তুটি আমাকে দেখে খুব দেবতা দেবতা ভাব করছে, যদিও আমি দেখতে পেয়েছি কোনো মেষের কাঁচা মাংস লেগে আছে তার দাঁতে।

আজকাল অনেক জন্তুর সাথেই আমার সম্পর্ক; প্রতিটিই আমার দিকে নখর বাড়িয়েছিলো, কিন্তু ঝলসানো ছুরিকা দেখে নখ আর দাঁত ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরে ভেতরে ভীষণ পুড়ছে। মাঝশহরের জঙ্গলের একটি প্রকাণ্ড জন্তু একবার নখর বাড়িয়েছিলো, এখন নখরহীন হয়ে প'ড়ে আছে; খুব দয়ালু দয়ালু ভঙ্গিতে এখন সে বিচরণ করে। এ-জঙ্গলের এক পাশে একটা ছোট্ট ঝোঁপে থাকে একটা ছোটো জন্তু; শুয়োরের ঔরসে শেয়ালির গর্ভে হয়তো ওটা জন্ম নিয়েছিলো। সেটাও না বুঝে একবার থাবা দিয়েছিলো; কিন্তু থাবাটি আর ফেরত নিতে পারে নি; এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে; খুব বিনয়ী ভঙ্গিতে হাঁটে।

এ-জঙ্গলে জন্তুর দাঁত আর নখর দেখলেই আমার দু-হাতের আঙুল থেকে বেরিয়ে আসে লাখ লাখ ছুরিকা। জঙ্গলে ছুরিকা ছাড়া চলে না।

১৯৯২

BanglaBook.org

আমার কুকুরগুলো

সচিত্রকরণ নাজিব তারেক

এ-মহানগরীতে এখন আমার একপাল কুকুর আছে। মা বলতো পুরুষ কুত্তার মতো, ওই কুত্তাগুলো থেকে দূরে থাকবি। আমি—মায়ের কথামতো নয়, আমার মতো ক'রেই—ওদের থেকে দূরেই থেকেছি; কিন্তু দূরে থাকা অসম্ভব। ওরাই দখল ক'রে আছে চারপাশ—পৃথিবী আর মহাজগৎ; তাই

ওদের কাছে যেতেই হয়, না গিয়ে বাঁচা যায় না। কুকুরের মধ্যে বাস ক'রে কুকুর থেকে দূরে থাকা যায় না। তবে জন্মেই ওদের আমি কুকর মনে করি নি, মানুষই মনে করেছি; আমার মতোই মানুষ, একটু অন্য রকম মানুষ, ভিন্ন রকম শরীরের মানুষ; কিন্তু দিন দিন দেখেছি মায়ের কথাই ঠিক। মা আমার থেকে অভিজ্ঞ বুঝতে পারি। ছোটোবেলা থেকে আমি দূরেই থেকেছি সবার থেকে; এমনকি বাসায়ও থেকেছি অনেকটা একলা; ইস্কুলেও মিশেছি দু-একজনের সাথে। পুরুষ আমি দেখেছি দূর থেকেই, দেখতে আমার খারাপ লাগে নি;—পুরুষ দেখতে গণ্ডার বা ভালুকের মতো নয় যে দেখেই খারাপ লাগবে; আবার হরিণের মতো নয় যে দেখেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করবে। বাল্যকালে আমার বয়সের দু-একটি বালক দু-একবার আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকানোর চেষ্টা করেছে; ওদের পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে দেখেছি, দেখে ভালোই লেগেছে; কিন্তু আমি আমার পায়ের নিচে কোনো কম্পন বোধ করি নি।

বালকেরা কুকুর নয়; ওরা খরগোশ বা বেড়াল। একটি বালকের সাথে, যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি, বেশ দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বালকটি বলেছিলো আর আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম; খুব দূরে যেতে আমার সব সময়ই সাধ হয়। তবে ওই বালকটি দূরে যেতে চায় নি, চেয়েছিলো আমার কাছে আসতে। আমরা একটি গাছপালাভরা উদ্যানে গিয়েছিলাম, যার পাশেই ছিলো বড়ো একটি দিঘি—এজন্যে বালকটিকে আমি মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। আমি গাছপালা দিঘি দেখছিলাম, সবুজ হয়ে উঠছিলাম, ঢেউ হয়ে উঠছিলাম; আর বালকটি সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে খরগোশের মতো চঞ্চলতা করছিলো। সে গাছপালা দেখে নি দিঘিও দেখে নি। ওকে আমার খরগোশ মনে হচ্ছিলো বেড়াল মনে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন সে একটি আস্ত কুকুর হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। দেড় যুগ ধ'রে তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই; অনেক আগেই সে বিয়ে ক'রে দু-তিনটি বালকবালিকা জন্ম দিয়ে মানবজাতিকে বিকশিত করেছে, এবং মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মানবসৃষ্টিতে আর সুখ পাচ্ছে না। আমাকে সে এখন খুলনা না যশোর না চট্টগ্রাম থেকে যেনো টেলিফোন করে—জানি না কীভাবে আমার নম্বর সংগ্রহ করেছে; টেলিফোনে আমি তার লকলকে জিভের শব্দ, লালার গলগল আওয়াজ শুনতে পাই। খরগোশটি এখন একটা সম্পূর্ণ কুকুর হয়ে উঠেছে; মা হ'লে বলতো কুত্তা হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

কলেজে পড়ার সময় আমার প্রথম কুকুরটি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। কুকুরটি ছিলো আব্বার সহকর্মী বন্ধু, যাকে আমি চাচা বলতাম, বেশ শ্রদ্ধা করতাম। আমার কুকুরগুলোকে, কুকুর হয়ে ওঠার আগে, আমি বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করেছি; তিনি আপনি বলেছি; এখন সে ছাড়া কোনো সর্বনাম মনে আসছে না। সে আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিলো, আমাকে দেখলেই মাথায় হাত রেখে স্নেহ প্রকাশ করতো, যেমন আব্বা আমার মাথায় হাত রেখে আদর করতো। তার হাত আমার মাথায় অনেকক্ষণ থাকতো; আমার খারাপ লাগতো না, ভালোও লাগতো না। সেদিন বাড়িতে একটা উৎসব ছিলো—ছোটো বোনের জন্মদিন; চাচাটি বড়ো একটি উপহার নিয়ে এসেছিলো বোনটির জন্যে। উৎসব যখন পুরোদমে চলছে, সবাই আনন্দে উদ্বেল, আমি আমার ঘরে চ'লে যাই; গিয়ে একটি বই খুলে পড়তে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখি চাচাটি আমার ঘরে ঢুকছে। তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে সালাম দিই, সে আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহ প্রকাশ করতে থাকে; পকেট থেকে আমাকে একটি উপহার বের ক'রে দেয়। খুশিতে উপহারের ছোট্ট বাক্সটি যখন খুলছিলাম, তখন চাচাটি আমাকে জড়িয়ে ধরে; আমি চমকে উঠি, এবং টেনে আমার বুক থেকে তার ডান হাতের থাবাটি সরিয়ে দিই।

'আমি চিৎকার করবো', আমি বলি।

'না, মা, চিৎকার কোরো না', সে তার আঞ্চলিক বাঙলায় বলে, 'তাহলে আমার মানসম্মান থাকবে না।' দু-হাত জোড় ক'রে কুকুরটি কাঁপতে কাঁপতে আমার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে।

আমি আমার পায়ের কাছে একটা বুড়ো হাবড়া কুকুরকে ব'সে থাকতে দেখে ঘেন্না বোধ করি। একটু আগেই তার জিভ লকলক করছিলো, এখন দেখি তার দাঁত নেই।

'কুকুরের আবার মানসম্মান কী', আমি বলি।

আমি চিৎকার করি না; সে আমার পায়ের কাছে থেকে উঠে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর আমি কুকুর থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করেছি। আমি বাস করতাম আমার পৃথিবীতে, বাইরের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিলো না, তাই কুকুরদের খুব কাছাকাছি আমাকে অনেক বছর আসতে হয় নি। যখন আমি রিকশা ক'রে কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম, আমি দু-

BanglaBook.org

পাশের দিকে তাকাতামই না; মনে হতো তাকালেই পথেপথে কুকুর দেখতে পাবো। তার চেয়ে অন্ধের মতো চ'লে যাওয়াই ভালো। যখনই চোখ খুলে দু-পাশে তাকিয়েছি পথের পাশে একটি-দুটি কুকুর দেখতে পেয়েছি, লালা ঝরতে দেখেছি। কুকুরের লালার কোনো শেষ নেই। তবে ওগুলো থেকে আমি দূরে ছিলাম। কলাভবনে একবার একটি বুড়ো কুকুর তার ঘরে আমাকে ডেকে নেয়। বুঝতে পারছিলাম অনেক দিন ধ'রেই সে আমাকে মনে মনে চাটছে, চাটছে আরো অনেককে, কিন্তু কাছে পাচ্ছে না; ক্লাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে আরো অনেককে চাটতো, এবং আমাকেও; কিন্তু আমি কখনো তার ঘরে যাই নি ব'লে আমাকে অন্তরঙ্গভাবে চাটতে পারছিলো না। একদিন সে বারান্দা থেকে আমাকে তার ঘরে ডেকে নেয়, আমার পক্ষে না করা সম্ভব হয় না।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে ব'সেই সে আমার ডান হাতটি দেখতে চায়। চেয়ারে আমি একটি কুকুর দেখতে পাই। সে নাকি হস্তরেখা পড়তে পারে। আমি খুব বিব্রত বোধ করি, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতটি সামান্য বাড়িয়ে দিই।

'যতো নম্বর চাও, পাবে', বুড়ো কুকুরটি বলে, 'আমার ঘরে নিয়মিত আসবে।'

সে আমার হাতের রেখা পড়তে থাকে, তার জিভ থেকে আমার মুঠোতে লালা ঝরতে থাকে। বুড়ো কুকুর; আগের মতো দাঁত নেই, কিন্তু লালা আছে। আমি হাত টেনে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসি। বেশি নম্বর আমার দরকার ছিলো না ব'লে আমি আর তার ঘরে যাই নি; কিন্তু দূর থেকে সে আমাকে চাটতো আমি টের পেতাম। সে আমার গোশতে কামড় দিতে পারে নি ব'লে একটা জ্বালা বোধ করতো, ক্লাশে আর বারান্দায় তার চোখ দেখেই বুঝতে পারতাম। বুড়ো বাঘের স্বর্ণবলয়ের মতো ওই বুড়ো কুকুরটির ছিলো একটি পুরোনো খাতা; তিরিশ বছর আগে সে ওটি পেয়েছিলো কারো থেকে। সে ওই খাতাটি দেখিয়ে ডাকতো; বলতো আর কোথাও পাবে না, এখানেই সব লেখা আছে, যদি নম্বর চাও, তবে এসো; এই খাতা থেকে নকল ক'রে নাও। যারা ধরা দিতো তারা বেশ নম্বর পেতো, বিনিময়ে সে একটু গোশত খেতো। আমি ছেঁড়া খাতার বিনিময়ে তাকে গোশত খেতে দিই নি। তাই সে দূর থেকে আমাকে চাটতো।

BanglaBook.org

বেশ কয়েক বছর পর আমাকে বাইরে বেরোতে হয়; আমি আর আমার ছোটো পৃথিবীতে একান্ত একলা বাস করতে পারি না। একটু পড়াশুনো ধরেছিলাম, একে আমার খুব মহৎ কাজ মনে হয়েছিলো, এখন আমি এর অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারি। খুব মন দিয়ে কাজটি শেষ করতে করতে বেশ সময় চ'লে যায়; সেটি শেষ ক'রে দেখি আমার অনেক কিছু শেষ হয়ে গেছে। দেখি কোথাও চাকুরি পাচ্ছি না; আমার বয়স হয়ে গেছে, বা আমি বেশি যোগ্য, আর আমি যেখানে ঢুকতে চেয়েছিলাম, তার জন্যে আমি যোগ্য নই, কেননা সেখানে যোগ্যতার কোনো মূল্য নেই। সেখানে এতো বেশি অযোগ্য ঢুকে আছে যে সেখানে যোগ্যদের ঢোকা অসম্ভব—আমি অবশ্য অযোগ্যই। আমি একটি সামান্য কাজ নিই, লোকগুলো খুব দয়া ক'রে আমাকে কাজটি দেয়; কেননা তারা দেশের মঙ্গল চায়। আমাকে তারা বারবার মনে করিয়ে দেয় দেশের মঙ্গলের জন্যে আমাকে তারা কাজটি দিয়েছে, নইলে শক্তিশালীদের প্রার্থীকেই তারা কাজটি দিতো। আমি তাদের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করি।

আমার একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে আমি বিয়ে করি নি বা আমার বিয়ে হয় নি, কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে—ওদের হিশেবে; এবং আরো ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে আমি আজো আকর্ষণীয়;—এটা মিথ্যে বা আত্মপ্রশংসা নয়। কোথাও গেলে আমাকে কেউ উপেক্ষা করে না। আমি চারদিকে সাড়া জাগিয়ে যাই না, সে-শক্তি আমার নেই; আর সাড়া জাগাতে আমার কখনো ভালোও লাগে না। একবার একটি অফিসে আমি আর আমার পিতার বয়সী একটি লোক গেছি; পরিচালকটি আমাকে একটি চেয়ারে বসানোর জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার পিতার বয়সী লোকটির দিকে তাকায়ই না। আমার পিতা এলে তাকে লোকটি এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখতো ভেবে আমার কষ্ট হয়, আমি লোকটিকে চেয়ারে বসতে বলি; তখন পরিচালকটির ভদ্রতাবোধ আরো বেড়ে ওঠে, ওই লোকটির জন্যেও একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করে। লোকটি আমার দিকে করুণভাবে তাকায়, মনে হয় সে আমাকে দোয়া করছে, যদিও দোয়ায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার পরিচয় দেয়ার পর পরিচালকটি আরো পাগল হয়ে ওঠে; আমার কাজটি করার কথা ভুলে সে আমাকে বিনোদিত করার বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নিতে থাকে।

BanglaBook.org

পরিচালকটি তার টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলে, 'মাঝেমাঝে ফোন করবেন, খুব সুখী হবো।'

আমি বলি, 'বাসার নম্বরটিও দিন।'

পরিচালকটি ভয়ে কেঁপে ওঠে; বলে, 'না, না, বাসায় ফোন করবেন না।'

আমি হাসি।

সে বলে, 'আপনার নম্বরটি দিলে আমিই ফোন করবো।'

আমি তাকে নম্বরটি দিলে সে ধন্য বোধ করে।

পরিচালকের চেয়ারে আমি একটি কুকুর দেখতে পাই। আমার একপাল কুকুরের মধ্যে পরিচালকটি অন্যতম।

কতো বয়স আমার ওই কুকরটির? চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ? পুরুষ কুকুর হয়ে ওঠে সম্ভবত চল্লিশ পেরোনোর, বা একটি-দুটি বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর। আমার বয়সী কিছু পুরুষের সাথেও আমার দেখা হয়; ওরা ঠিক কুকুর হয়ে ওঠে নি, তবে হয়ে উঠবে, তার আভাস পাই; এখন ওরা অসহায় মানুষ। কুকুর হয় তখনি যখন পুরুষের অসহায়ত্ব কেটে যায়, যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার প্রত্যেকটি কুকুর খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওদের ঘরে ঢোকা সহজ নয়, অনেকগুলো বেড়া পেরোতে হয়; ওদের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলা যায় না, সহকারীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমাকে অবশ্য ওসব বাধা পেরোতে হয় না; আমি ফোন করলে ওরা ধন্য বোধ করে, ঘর থেকে হয়তো লোকজন বের ক'রে দেয়; কিন্তু আমি সাধারণত ফোন করি না। ওরাই করে। ওরা ওদের ক্লান্তির কথা বলে আমাকে, বারবার বলে; কৃতিত্বের কথা বলে, বারবার বলে; দর্শন শোনায়, কবিতাও আবৃত্তি করে, অধিকাংশই ভুল, অনেক আগে পড়া; এবং আমি ওদের লকলকে জিভ দেখতে পাই। ওরা কেউ বাঘ বা সিংহ নয়, নিতান্তই কুকুর; গোশতে একটু কামড় দিতে চায়, তাড়া করলে লেজ গুটিয়ে দৌড়োয়। ওরা কেনো কুকুর হলো, মাঝেমাঝে প্রশ্নটি আমাকে ভাবায়। ওদের কীসের অভাব, ওদের কীসের ক্ষুধা? ওরা সবাই বেশ ভালো আছে; বউ আছে, বাচ্চা আছে, অনেকের গাড়ি আছে, বাড়িও আছে অনেকের; কিন্তু গোশতে কামড় দেয়ার ক্ষুধা ওদের কেনো মেটে নি?

ক্ষুধার ব্যাপারটি আমি অবশ্য ভালোভাবে বুঝি না; ক্ষুধার কাছে আমি ধরা দিই নি, আবার নিজেকেও কখনো খুব ক্ষুধার্ত বোধ করি নি। কোনো একটি চমৎকার পুরুষের সাথে থাকতে আমার খারাপ লাগতো না, তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে ঘুমোতেও হয়তো সুখই লাগতো, তবে ক্ষুধায় আমি কাতর নই। কিন্তু ওই পুরুষগুলো এতো কাতর কেনো? ওদের স্ত্রীরা কি ওদের ক্ষুধা মেটাতে পারে না? হ'তে পারে আমাকে দেখলেই ওদের ক্ষুধা

BanglaBook.org

জেগে ওঠে। ওরা হিশেবি মানুষ, হয়তো হিশেব ক'রে ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। আমি যে বিয়ে করি নি অথচ আমার বয়স হয়েছে, দেখতেও হয়তো ওদের প্রত্যেকের স্ত্রীর থেকে অনেক আকর্ষণীয়, এতেই হয়তো ক্ষুধা ওদের প্রবল হয়ে ওঠে; এবং হয়তো আরেকটি হিশেবও ওদের আছে। হয়তো ওরা মনে করে আমি যেহেতু বিয়ে করি নি অর্থাৎ আমার যেহেতু বিয়ে হয় নি, তাই আমি ক্ষুধার্ত, এবং ওদের ডাকে সাড়া দেবো সহজেই; এবং ওরা একটু বিবাহবহির্ভূত ফূর্তি ক'রে নেবে।

ওরা প্রত্যেকে স্ত্রীর নিন্দে করে, আর স্ত্রীকে যমের মতো ভয় পায়।

একদিন দুপুরে পরিচালকটি ফোন ক'রে আমাকে অনেক দীর্ঘশ্বাস শোনায়। তার জীবন শেষ হয়ে গেছে বিয়ে ক'রে, বিরাট একটি ভুল সে ক'রে ফেলেছে; সন্ধ্যেয় সে আমার সাথে একটু বেড়াতে যেতে চায়। বাল্যকালে আমি একটি খরগোশের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলাম, আর যাই নি; কুকুরগুলোর সাথে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তবে আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করি না, আমার রুচিতে বাধে; আমি নানাভাবে এড়িয়ে যাই। কুকুরটির দীর্ঘশ্বাসে আমি একটু কোমল হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিলো সে খুব কষ্টে আছে; মনে হচ্ছিলো সে হয়তো সারা বিকেল আর সন্ধ্যে ভ'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

কিন্তু বিকেলেই দেখি—ছোটো ভাইটিকে নিয়ে আমাকে একটু বাজারে যেতে হয়েছিলো—স্ত্রীকে নিয়ে সে একটি সোনার দোকানে ঢুকছে। আমার মুখোমুখি প'ড়ে সে বিব্রত হয়; আমি সালাম দিই, সে আমাকে চিনতে পারে না। তার জন্যে আমার দুঃখ হয়; রঙজর্জরিত তার থেকে তিনগুণ স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীটিকে দেখে আমার আরো দুঃখ হয়। সন্ধ্যের পরই কুকরটি আমাকে ফোন করে।

'বাসা থেকে নিশ্চয়ই', আমি হাসি।

'আমি খুব দুঃখিত', কুকুরটি বলে, 'তখন কথা বলতে পারি নি।'

'কুকুররা সব সময় কথা বলতে পারে না', আমি বলি, 'কিন্তু এখন কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'ক্লাব থেকে বলছি', কুকুরটি বলে, 'আসলে আমি কুকুরই।'

'আপনার স্ত্রী খুব রূপসী', আমি বলি, 'ভাবীকে নিয়ে একদিন আসবেন।'

কুকুরটি কাঁদতে থাকে; আমি ফোন রেখে দিই।

BanglaBook.org

তারপর ফোন বাজতে থাকে, ফোন বাজতে থাকে, ফোন বাজতে থাকে, আমি ধরি না।

একটি বুড়োর কাছে আমাকে যেতে হয়েছিলো, আমি ভাবি নি ওই বুড়োটিও কুকুর হয়ে উঠবে। মার সাথেই তার পরিচয়, মা-ই আমাকে তার কাছে পাঠায় একটি কাজের জন্যে। টেলিফোনে তার সাথে দেখা করার যখন সময় স্থির করি, তখন তাকে আমি মামা ব'লেই ডাকি; তার কণ্ঠস্বরেও একটা স্নেহের স্বর শুনতে পাই। তার অবসর নেয়ার আর দেরি নেই, বছরখানেকের মধ্যে অবসর নেবে; জীবনটাও পরিপূর্ণ। উত্তরায় বাড়ি; এক ছেলে আমেরিকায়, মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায়, শেষ ছেলেটি প্রকৌশলী হয়ে বেরোতে যাচ্ছে। তাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগে। খুব সার্থক মানুষ, আমার বাবা তার সিকিভাগ সার্থকও হ'তে পারে নি। বেশ মার্জিত মানুষ; গুছিয়ে কথা বলে—বাঙলা বললে শুধুই বাঙলা ইংরেজি বললে শুধুই ইংরেজি; অন্য কুকুরগুলোর মতো মিশ্র ইতর ভাষায় কথা বলে না। আমার কাজটি সে ক'রে দেয়।

আমি ধন্যবাদ জানানোর জন্যে ফোন করলেই সে বলে, 'বিনিময়ে আমি কী পেতে যাচ্ছি?'

আমি মার প্রসঙ্গ তুলে বলি, 'আপনার বোন নিশ্চয়ই আপনাকে নিমন্ত্রণ করবে।'

সে বলে, 'তোমার কাছ থেকে কী পাবো?'

আমি বলি, 'অনেক শ্রদ্ধা পাবেন; আপনি কাজটি ক'রে না দিলে খুব অসুবিধা হতো আমাদের।'

সে বলে, 'দুপুরে আমার সঙ্গে খাও, সোনারগাঁয়ে খাওয়াবো।'

আমি বলি, 'সোনারগাঁয়ে খেতে পারলে তো আমি খুবই সুখ পেতাম; কিন্তু বাইরের খাওয়া আমার জন্যে একবারেই নিষেধ।'

সে বলে, 'আমি একটি নতুন গাড়ি কিনেছি, চলো না তোমাকে ময়নামতি দেখিয়ে আনি।'

আমি বলি, 'ঠিক আছে মামা, একদিন যাবো; তার আগে একদিন বাসায় গিয়ে মামীর সাথে দেখা করি।'

আমার কথা শুনে সে কাঁপতে থাকে আমি বুঝতে পারি; অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর বলে, 'না, না, মামীর সাথে দেখা করার দরকার নেই; তুমি কিন্তু কখনো বাসায় এসো না, বাসায় ফোন করো না।'

BanglaBook.org

আমি হাসি আর বলি, 'আচ্ছা।'

বুড়ো কুকুরটি একদিন বাসায় এসে উপস্থিত হয়, যা আমি কখনো ভাবি নি। আমার বিস্ময় লাগে না, ঘেন্না লাগে; কিন্তু হাসি মুখে তাকে বসার ঘরে বসাই; মাকে ডেকে আনি। তিনি যে-উপকার আমাদের করেছেন, তাতে আমরা যে খুব কৃতজ্ঞ তা সারা পরিবারের সদস্যরা তার কাছে নানাভাবে প্রকাশ করি। আমাদের পরিবারের কেউই অকৃতজ্ঞ নয় দেখে আমিই মুগ্ধ হই। কিন্তু তিনি সবার সঙ্গ চাচ্ছিলেন না, আমি বুঝতে পারছিলাম; তিনি চাচ্ছিলেন আমার সঙ্গ। এক সময় এক এক ক'রে উঠে যে যার কাজে চ'লে যায়, কুকুরটিকে নিয়ে আমি একলা বসার ঘরে থাকি;—আমি উঠতে পারি না, কেননা আমি তার কাছে গিয়েছিলাম উপকার প্রার্থনা ক'রে; একমাত্র আমিই ঋণী তার কাছে। কুকুরটির মুখোমুখি একলা আমাকে ব'সে থেকেই ঋণ শোধ করতে হবে। কুকুরটির মুখ থেকে লালা ঝরছে আমি দেখতে পাই। কুকুরটি আমার উল্টো দিকের আসনে বসেছে, আমার থেকে প্রায় তিরিশ বছরের বড়ো সে, কিন্তু আমি দেখি সে কাঁপছে, ঠোঁট চাটছে, আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, শরীরের নানা দিকে তাকাচ্ছে।

সে বলে, 'তোমার একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্যে এলাম।'

শুনে ঘেন্না লাগে, মনে হয় একগাদা ময়লা আমার শরীরের ওপর কেউ ছুঁড়ে দিলো; কিন্তু আমি ঘেন্না প্রকাশ করি না। ঘেন্না প্রকাশ করতে সব সময়ই আমার ঘেন্না লাগে।

আমি বলি, 'আপনার শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।'

সে বলে, 'তোমাকে দেখলে আমার বয়স তিরিশ বছর ক'মে যায়, ইচ্ছে হয় তিরিশ বছর বয়স কমিয়ে ফেলি।'

আমি বলি, 'এটা সুস্থতার লক্ষণ নয়, মামা।'

কুকুরটি বলে, 'তুমি আমাকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারো।'

আমার আবার ঘেন্না লাগে; কিন্তু আমি স্নিগ্ধভাবে হাসি, কেননা ওটাই আমি পারি সহজাতভাবে। তবে আমার ভেতরে, আমি টের পাই, ঘেন্নাটা দলা পাকিয়ে উঠছে; মনে হয় ঘেন্নাটা বমি ক'রে দিই কুকরটির চোখমুখ জুড়ে।

আমি তা না ক'রে শান্তভাবে বলি, 'আমার মনে হয় আমি পারি।'

BanglaBook.org

কুকুরটি আমার দিকে জিভ বের ক'রে তাকায়; জিভ থেকে লালা ঝরতে থাকে; মনে হয় এখনই আমার গোশতে কামড় দেবে।

আমি পা থেকে একটা স্যান্ডল খুলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, 'এটা আপনি পাঁচ মিনিট চাটুন, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

কুকরটি বিব্রত হয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমি আবার বলি, 'চাটুন, সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

কুকুরটি আমার স্যান্ডল চাটতে থাকে, লালায় স্যান্ডলটি ভিজে যায়; আমি দেখতে পাই, তার মুখ তৃপ্তিতে ভ'রে উঠছে, চোখ সুখে ভ'রে উঠছে, শরীর পুলকিত হয়ে উঠছে। আমি তাকে পাঁচ মিনিট চাটতে বলেছিলাম; কিন্তু সে থামে না, ছ সাত আট দশ পনেরো বিশ মিনিট চ'লে যায়, থামে না। আমি তাকে রেখে আমার ঘরে চ'লে যাই, একবার গোশল করি, একটা বইয়ের দুটি পরিচ্ছেদ পড়ি; দু-ঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখি নিবিষ্ট মনে কুকুরটি আমার স্যান্ডল চাটছে। লালা উপচে পড়েছে চারদিকে; আর চেটে চেটে সে স্যান্ডলটি প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। ওই স্যান্ডল আমার পক্ষে আর পায়ে দেয়া সম্ভব নয়। কুকুরটি আমার দিকে সুখে তাকায়, আবার স্যান্ডল চাটতে থাকে।

আমি বলি, 'আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, আর চাটতে হবে না।'

কুকরটি কথা বলতে পারে না, লালা-উপচানো মুখের ওপর দুটো ঘোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'সারাজীবন ধ'রে আমি আমি এটি চাটবো।'

আমি তাকে বলি, 'স্যান্ডলটি আপনি নিয়ে যান, সঙ্গে রাখবেন, যখন ইচ্ছে হয় চাটবেন।'

আমি তাকে আমার দুটো স্যান্ডলই দিয়ে দিই। সে তার জ্যাকেটের ভেতরে স্যান্ডল দুটি ঢুকিয়ে একটি পরিতৃপ্ত কুকুর হয়ে বেরিয়ে যায়।

আমি কি বিয়ে করবো? যেটিকে করবো সেটি কি একদিন এমন একটা কুকুর হয়ে উঠবে না? আমি একটা কুকুরের সাথে থাকবো, কুকুরের সাথে ঘুমোবো, কুকুরের ঔরসে কুকুরছানা প্রসব করবো? ভাবতেই আমার সারা শরীর বমি করতে থাকে। মা অবাক হয় আমি বিয়ে করছি না দেখে; তার আনা স্বর্ণপাত্রগুলোকে ফিরিয়ে দিচ্ছি ব'লে মা দিন দিন বিরক্ত হয়ে উঠছে; আমার ওপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করছে;—ভাবছে আমি বোধ হয়

BanglaBook.org

পুরুষ নিয়ে খেলছি, একটিকে নিয়ে আমার সুখ নেই, আমার অজস্র দরকার; কিন্তু মাকে আমি বলতে পারি না একটি সম্ভাব্য কুকুরকে আমি বিয়ে করি কীভাবে? মা হয়তো বলবে পথে পথে কুত্তার মুখে পড়ার থেকে একটা কুত্তার মুখে পড়াই ভালো; কিন্তু আমি তা মেনে নিতে পারি না। আমি কুকুরের সাথে ঘুমোতে চাই না।

কুকুরের পর আমি কুকুরের মুখোমুখি হচ্ছি; আমার কুকুরপাল বাড়ছে। ওরা একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলে সারা শহর মুখরিত হয়ে উঠবে। কোথাও গেলেই আমার একটা-দুটে কুকুর বাড়ে, তাই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আমার একটা কুকুরের লেজ মোটা, খুব সুন্দরভাবে লেজটি বাঁকিয়ে রাখে, লেজটিকে ওর মুকুট মনে হয়; একটা কুকুর সব সময় দু-কান কাঁপিয়ে চলে, দেখতে অনেকটা বিলেতি দেখায়; একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে পছন্দ করে, এক সময় নিশ্চয়ই ওটা দেশের মস্ত কেউ একটা হবে, ওর গলা জুড়ে মালা থাকবে, যেখানে যাবে সেখানেই তোরণ সাজানো হবে; একটা কুকুর স্যান্ডল চাটে, খুব বুড়ো হয়ে গেছে; একটা কুকুর সারাক্ষণ কী যেনো শোঁকে, ওর নাক সারাক্ষণ ফুলে থাকে; একটা কুকুর খুব মিহি সুরে কাঁদে, মনে হয় ওর কলজেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে; আর সব কুকুরই বিষ্ঠা পছন্দ করে। আমার সবগুলো কুকুরই দেশি, কিন্তু প্রত্যেকটি বিদেশি ভাব করতে বেশ পছন্দ করে।

কুকুরের মহানগরে একবারই আমি একটি সিংহের দেখা পাই; পেয়ে বিস্মিত হই। আমার ধারণা ছিলো জঙ্গলে এখন একটিমাত্রই জন্তু রয়েছে, সেটি কুকুর; আর কোনো জন্তু নেই—হরিণেরা অনেক আগেই খাদ্য হয়ে গেছে, বাঘও সব ম'রে গেছে; আর সিংহের তো কথাই ওঠে না। কিন্তু একদিন সত্যিই আমি একটি সিংহের দেখা পাই, আমার জীবন ধন্য হয়ে ওঠে। আমি অনেক দিন দূর থেকে তার কেশর দেখতে থাকি, তার কেশরের গৌরবে আমি মুগ্ধ হই; অনেক দিন ধ'রে আমি তার পদক্ষেপের দিকে ভীরু খরগোশের মতো তাকিয়ে থাকি; আমি নীলিমার ছোঁয়া বোধ করি। আমি ছোট্ট খরগোশ, পাতার আড়ালে লুকোনো, অরণ্যের সম্রাট আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। খরগোশ হয়ে আমি সিংহের স্বপ্ন দেখতে থাকি। আমি বুঝি এটা আমার অপরাধ; কিন্তু ওই অপরাধকেই আমার মনে হয় আমার জীবনের পবিত্রতম কাজ; কারণ সিংহের স্বপ্ন আমাকে কুকুরের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। আমাকে মেঘের স্পর্শ দেয়, সমুদ্রের স্পর্শ দেয়,

BanglaBook.org

মহান অরণ্যের অনুভূতি দেয়; আমাকে রূপান্তরিত ক'রে দেয়, আমি এক পবিত্র সত্তায় পরিণত হই;—জন্মের আগে আমি যেমন ছিলাম। ওই স্বপ্ন আমাকে সুন্দর ক'রে তুলতে থাকে, শুচি ক'রে তুলতে থাকে; কুকুরের সংস্পর্শে এসে আমার মনে যতোটুকু ময়লা লেগেছিলো, তা শুভ্রতায় পরিণত হ'তে থাকে।

আমি সিংহের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করি।

কিন্তু সমর্পণ করার পরই দেখতে পাই সিংহটি কুকুর হয়ে উঠছে। তার কেশর খ'সে পড়ে, পেশি শিথিল হয়ে পড়ে, মুখ থেকে লালা ঝরতে থাকে। একটি কুকুরের আলিঙ্গনে প'ড়ে আছি দেখে আমি চিৎকার ক'রে উঠি।

আমার কুকুরপালে কুকুরের সংখ্যা একটি বাড়ে।

এপ্রিল ১৯৯৫

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org